রাঁচি, রবিবার
25:06:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>251 >>09 Ashar 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৫১ >> << ০৯ই, আষাঢ় ১৪৩০>>

টাইটন ডুবোজাহাজের পাইলট ও জাহাজকর্মীরা মৃত :অভিযান কোম্পানির অভিমত

নিউ ইয়র্ক ঃ টাইটানিক জাহাজের ধ্বংসাবশেষের দিকে ধাবিত যে ডুবোজাহাজটি হারিয়ে যায় তার পাইলট এবং চারজন যাত্রী মারা গেছেন বলে জানিয়েছে অভিযান কোম্পানি। পাইলট ও প্রধান নির্বাহী স্টকটন রাশ যাত্রী পাকিস্তানের এক ব্যবসায়ী শাহজাদা দাউদ ও তার ছেলে সুলেমান দাউদ, ব্রিটিশ অভিযাজক হামিশ হার্ডিং এবং ফরাসি অভিযানকারী ও টাইটানিক বিশেষজ্ঞ দূর্ভাগ্যবশত হারিয়ে গেছেনবলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে ওশানগেইট এক্সপেডিশানস। ওশানগেইট যখন বিবৃতিতে জীবন হারানোর ঘোষণা দেয় তখন এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানায়নি যে তারা যে আর নেই সেই কথাটা এই কর্মকর্তারা কি ভাবে জানলেন। তবে ৯৬ ঘন্টা মেয়াদের জন্য টাইটানের অক্সিজেন সরবরাহ বৃহস্পতিবার সকালে শেষ হয়ে যায়। বৃহস্পতিবার আরও পরের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের উপকুল রক্ষীর কর্মকর্তারা জানান সন্ধানে টাইটানের কিছু অংশ পাওয়া গেছে যা অন্তর্চাপের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়। তারা বলেন দূর থেকে পরিচালিত জলের ভেতরের রোবোট সন্ধান এলাকার মধ্যেই টাইটানের অংশ খুঁজে পায়। বৃহস্পতিবার দিনে আরও আগের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের উপকুল রক্ষীরা বলে, একটি ডুবোজাহাজ টাইটানিকের কাছে একটি ধ্বংসাবশেষের ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছে।

বাজার দর

SENSEX : 62979.37 -259.52

NIFTY : 18665.50 -105.75

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
30.00 °c	25.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .38 টা

সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .04 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম

সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম

রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

পাকিস্তানকে উগ্রবাদী হামলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বাইডেন এবং মোদি

নিউইয়র্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বৃহস্পতিবার পাকিস্তানকে তার ভূখণ্ড যাতে উগ্রবাদী হামলা চালানোর জন্য ব্যবহার না করা হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউজ এক যৌথ বিবৃতিতে একথা জানিয়েছে। হোয়াইট হাউজ বলেছে, তারা আন্ত-সীমান্ত সন্ত্রাসবাদ এবং সন্ত্রাসী প্রক্সি ব্যবহার করার তীব্র নিন্দা করেছে। এছাড়া, পাকিস্তানকে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে, যাতে দেশটির নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো অঞ্চলকে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর জন্য ব্যবহার করা না হয়। পারমাণবিক অস্ত্রধারী প্রতিবেশী দুই দেশ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক কয়েক বছর ধরেই তিক্ত। ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হওয়ার পর থেকে, ভারত ও পাকিস্তান তিনটি যুদ্ধ করেছে, যার মধ্যে দুটি কাশ্মীরের মুসলিমসংখ্যাগরিষ্ঠ হিমালয় অঞ্চল নিয়ে, ওই অঞ্চলকে তারা উভয়েই নিজেদের বলে দাবি করে, কিন্তু আংশিকভাবে শাসন করে। ভারত বছরের পর বছর ধরে পাকিস্তানকে ইসলামপন্থী জঙ্গিদের সাহায্য করার অভিযোগ করে আসছে, যারা ১৯৮০'র দশকের শেষ থেকে কাশ্মীরের তার অংশে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে লড়াই করে চলেছে। তবে, পাকিস্তান এই অভিযোগ অস্বীকার করে এবং বলে যে তারা কাশ্মীরিদের শুধুমাত্র আত্মনিয়ন্ত্রণ চাওয়ার প্রতি কূটনৈতিক ও নৈতিক সমর্থন প্রদান করে। ২০১৯ সালে নয়াদিল্লি ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে দেওয়া বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহার করে, এটিকে দুটি ফেডারেল নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে বিভক্ত করে। পাকিস্তান এই পদক্ষেপকে বেআইনি বলে অভিহিত করে, আবারও তাদের বিশেষ মর্যাদা ফিরিয়ে দেবার দাবী জানিয়ে আসছে। ভারতের ওই সিদ্ধান্তের ফলে দুই দেশ তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ককে নামিয়ে আনে। যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট বাইডেন এবং প্রধানমন্ত্রী মোদি আলকায়েদা, আইএসআইএসদায়েশ, লস্কর ই তৈয়্যিবা (এলইটি), জইশ ই মোহাম্মদ (জেএম) এবং হিজবুলমুজাহিদিন সহ জাতিসংঘের তালিকাভুক্ত সমস্ত সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সমন্বিত পদক্ষেপের আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছেন। ইসলামি জঙ্গি লস্কর ই তৈয়বা গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা, হাফিজ সাইদ কে ২০০৮ সালের মুম্বাই হামলার জন্য দায়ী করা হয়। ওই হামলায়, ২৬ নভেম্বর সন্ধ্যা থেকে শুরু করে তিন দিনে ১৬০ জনেরও বেশি লোক নিহত হয়েছিল। যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তারা বাইডেন এবং মোদি ২৬/১১ মুম্বাই এবং পাঠানকোট হামলার অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার আহ্বান জানিয়েছেন। ২০১৬ সালে ভারতের পাঠানকোট বিমান ঘাঁটিতে চালানো হামলায়, সাতজন ভারতীয় নিরাপত্তা কর্মী নিহত হয়।

চীনের সম্ভাব্য সামরিক হুমকি নিয়ে অস্ট্রেলিয়ানরা উদ্বিগ্ন

পর্থ ঃ একটি প্রসিদ্ধ গবেষণা সংস্থার সর্বসাম্প্রতিক জরিপে দেখা গিয়েছে, বেশিরভাগ অস্ট্রেলিয়ান সন্দিহান যে চীন আগামী দুই দশকের মধ্যে দেশটির জন্য সামরিক হুমকি হয়ে উঠতে পারে।লোয়ী ইন্সটিটিউটের জরিপে দেখা গেছে, গত ১২ মাসে চীনের প্রতি অস্ট্রেলীয়দের মনোভাব কিছুটা উষ্ণ হয়েছে তবে সন্দেহ থেকে গেছে।

বার্ষিক লোয়ী ইন্সটিটিউটের জরিপে চীনের সাথে অস্ট্রেলিয়ার জটিল এবং প্রায়শই পরস্পরবিরোধী সম্পর্ককে তুলে ধরা হয়েছে। চীন অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার।

মঙ্গলবার প্রকাশিত সর্বসাম্প্রতিক জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, অস্ট্রেলিয়ানরা গত এক বছরে চীনের প্রতি কিছুটা উষ্ণ হয়েছে এবং ক্যানবেরা ও বেইজিংয়ের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক সংলাপ পুনরায় শুরু হওয়ার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকজন আনন্দিত।

তবে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের ওপর অস্ট্রেলীয়দের আস্থা কম। জরিপে অংশগ্রহণকারী ৭৫ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন বেইজিং অস্ট্রেলিয়ার জন্য সামরিক হুমকি হয়ে উঠতে পারে।

২০২২ সালের মে মাসে ক্যানবেরায় বামপন্থী সরকার নির্বাচিত হবার পর থেকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে।

সিডনি ভিত্তিক লোয়ী ইনস্টিটিউটের জনমত ও বৈদেশিক নীতি কর্মসূচির পরিচালক রায়ান নীলম অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনকে বলেছেন, বেইজিং এবং ক্যানবেরার মধ্যে সম্পর্ক স্থিতিশীল হলেও অস্ট্রেলিয়ায় সন্দেহের মাত্রা এখনও উচ্চ। অস্ট্রেলিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্যের এক চতুর্থাংশেরও বেশি চীনের সঙ্গে।

চীনের সাথে অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য জাপান, যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে তার ব্যবসায়িক লেনদেনের সম্মিলিত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি।

তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মানবাধিকার, দক্ষিণ চীন সাগর এবং কোভিড ১৯ এর উৎপত্তি নিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে ক্যানবেরা ও বেইজিংয়ের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়েছে।

কূটনৈতিক মতবিরোধের পরে বাণিজ্য বিরোধ দেখা দেয় তবে চীন এখন কয়লা এবং কাঠসহ বিভিন্ন অস্ট্রেলিয়ান পণ্যের উপর আরোপিত বিধিনিষেধগুলি শিথিল করতে শুরু করেছে।

লোয়ী ইনস্টিটিউটের জরিপে দেখা গেছে যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অস্ট্রেলিয়ার মনোভাব প্রধানতস্থিতিশীল রয়েছে। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৮২ শতাংশ বলেছেন, অস্ট্রেলিয়ার নিরাপত্তার জন্য কয়েক দশকের পুরনো আমেরিকান জোটই গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরদাতাদের তিন চতুর্থাংশ ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তা প্রদানের পক্ষে।

ইউএই সফরের মধ্য দিয়ে উপসাগরীয় অঞ্চল সফর শেষ করলেন ইরানের শীর্ষ কূটনীতিক

তেহরান ঃ ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৃহস্পতিবার তিন দিনের উপসাগরীয় অঞ্চলের প্রতিবেশি আরব দেশগুলো সফর শেষ করেছেন। সবশেষে তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)) সফর করেন। সেখানে তিনি দেশটির প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠক করেন। সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরের আগে, হোসেন আমির আবদোল্লাহিয়ান কাতার, কুয়েত ও ওমান সফর করেন। বিচ্ছিন্নতা কমাতে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শক্তি প্রদর্শনের লক্ষ্যে, এটা তেহরানের নেয়া সর্বসাম্প্রতিক পদক্ষেপ। সরকারি বার্তা সংস্থা ডব্লিউএএম জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মেদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে, আবু ধাবিতে এক বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা বাড়ানোর উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রক বলেছে, আমির আবদোল্লাহিয়ান, প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির পক্ষ থেকে শেখ মোহাম্মেদকে ইরান সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ডব্লিউএএম জানিয়েছে, পরে তিনি, তার আমিরাতের সমপক্ষ শেখ আবদুল্লাহ বিন জায়েদের সঙ্গে বৈঠক করেন। আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব ভিত্তিক বহুপাক্ষিক কর্ম উদ্যোগের বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠার তাৎপর্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই সফরে, দুই দেশের মধ্যে বিমান পরিবহন পরিষেবা সম্প্রসারণ এবং বাণিজ্য ও পর্যটন সুযোগ বৃদ্ধি বিষয়ক একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে ইরান ও ইউএই। ইয়েমেন ও সিরিয়া সংঘাতের কারণে ইরানের সঙ্গে সম্প্রতিক বছরগুলোতে সৃষ্ট উত্তেজনা হ্রাস করতে চাইছে উপসাগরীয় অঞ্চলের আরব দেশগুলো। এক নাটকীয় মোড় বদলের মধ্যে, বেশ কয়েক বছরের বিচ্ছিন্নতার পর, ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে আবার সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে, মার্চ মাসে চীনের মধ্যস্থতায় একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গত সপ্তাহে ইরান জানিয়েছে, তারা ওমানের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পরোক্ষ আলোচনা শুরু করেছে। আলোচ্যসূচিতে রয়েছে পারমাণবিক ইস্যু, যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা এবং সম্ভাব্য বন্দী বিনিময়।

শি স্বৈরশাসক,এ মন্তব্যে আবার জোর দিলেন বাইডেন

ওয়াশিংটন ঃ প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সপ্তাহের শুরুতে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে স্বৈরশাসকের সঙ্গে তুলনা করে যে মন্তব্য করেছিলেন বৃহস্পতিবার সেই মন্তবের ওপরই জোর দিলেন তিনি। হোয়াইট হাউজে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তাকে সেই মন্তব্যের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে, চীন সম্পর্কে তার কঠোর মন্তব্য প্রসঙ্গে বাইডেন বলেন এটা এমন নয় যে, আমি মন্তব্য বদলে ফেলবো। তিনি চীনের শাসন ব্যবস্থা নিয়ে আরো একবার পরোক্ষভাবে সমালোচনা করেন। বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে যুক্তরাষ্ট্র চীন সম্পর্ক, আর যুক্তরাষ্ট্র ভারত সম্পর্ক এক নয়। এর মূল কারণ হলো আমাদের একে অপরের প্রতি প্রবল শ্রদ্ধা রয়েছে কারণ আমরা উভয়ই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ইতোমধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ যুক্তরাষ্ট্র চীন সম্পর্কের ওপর তার কথার প্রভাব হ্রাসের চেষ্টা করেন তিনি এবং বলেন শিগগিরই শির সাথে সাক্ষাৎ হবে বলে তিনি আশা করছেন। বাইডেন প্রশাসনের একজন উর্ধতন কর্মকর্তা বুধবার ভিওএকে পাঠানো এক বিবৃতিতে বলেছেন,প্রেসিডেন্ট চীন সম্পর্কে অকপটেই কথা বলেছেন আমাদের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা নিয়েই কথা বলেছেন তিনি। এ নিয়ে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আর, আমরাই কেবল এমন মত পোষন করি না। ক্যালিফোর্নিয়ায় ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য এক তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠানে মঙ্গলবার বাইডেন বলেন, ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে যে সন্দেহজনক চীনা গুপ্তচর বেলুন উড়ছিলো যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী একে গুলি করে নামানোর বিষয়ে শি বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। বাইডেন বলেন,কী ঘটেছিলো তা জানতে না পারাটা, কোনো স্বৈরশাসকের কাছে একটা ভীষণ বিব্রতকর ঘটনা। যখন বেলুনটি গুলি করে নামানো হয়, তখন তিনি খুব বিব্রত হয়েছিলেন। এমনকি, এটা এখানে এসেছিল সে কথাও অস্বীকার করেছিলেন। ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক মাইকেল বাটলার বলেন, মোদির যুক্তরাষ্ট্রে আনুষ্ঠানিক সফরকে সম্মান জানানোর ঠিক আগেই শি কে হালকাভাবে স্বৈরশাসক হিসেবে অভিহিত করা বাইডেনের মন্তব্য ছিলো সময়োচিত।

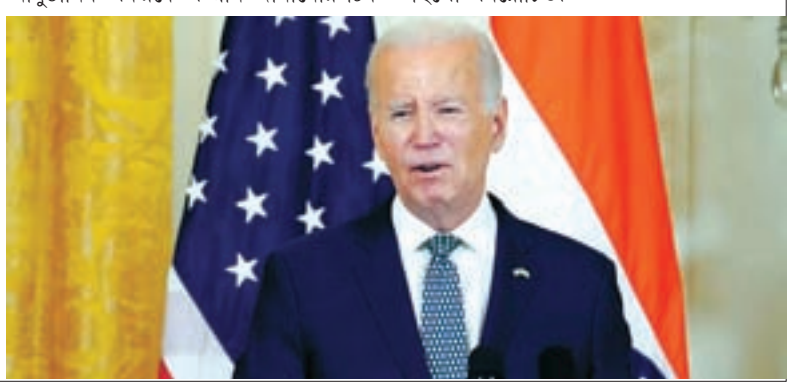

বিরোধী ঐক্য মঞ্চ বদরুদ্দিন আজমল এর যাবতীয় মিথ্যাচার জনসমক্ষে প্রকাশ হয়েছে বলে মন্তব্য ভূপেন বরার, বৈঠকের পরবর্তী পর্যায়ে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে আশাবাদী বিধায়ক আমিনুল ইসলাম জুনিয়র

পাটনায় আয়োজিত মোদি বিরোধী ঐক্যমঞ্চে স্থান নেই এআইইউডিএফ এর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মেগা স্টার অমিতাভ বচ্চন এবং বহু চর্চিত 'গব্বর সিংহ' অর্থাৎ অভিনেতা আমজাদ খান অভিনয় করা জনপ্রিয় ছবির একটি বাংলা গানের অর্থ বর্তমান সময়েও প্রায় মিলে যাচ্ছে। 'ফেটে গেল ফেটে গেল কালিরামের ঢোল, বল হরি বল হরি বল বল হরি বল, ফেটে গেল ফেটে গেল কালিরামের ঢোল'। বর্তমান পরিস্থিতিতে এআইইউডিএফ সুপ্রিমো বদরুদ্দিন আজমলের পরিস্থিতি এই গানের সঙ্গে প্রায় সম্পূর্ণভাবে মিলে যাওয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেই মোদি বিরোধী ঐক্যমঞ্চের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসাবে বদরুদ্দিন আজমল এতদিন যাবত প্রচার অভিযান চালাচ্ছিলেন অবশেষে সেই বৈঠকে অংশ নেওয়ার ডাক পেলেন না তিনি। ফলে স্বাভাবিকভাবে কালিরামের ঢোল ফেটে গেছে।

সারা দেশজুড়ে মোদি বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠনের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে প্রয়াস করছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। সেই হিসেবে তিনি সারা ভারতের বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রত্যেককে এক মঞ্চে নিয়ে আসার কাজে তৎপরতা অব্যাহত রেখেছিলেন। অবশেষে এরই ফসল হিসাবে শুক্রবার বিহারের পাটনায় বিরোধী ঐক্য মঞ্চের এক বিশাল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় ১৭ টি বিরোধী রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতিতে আয়োজিত বৈঠকে অংশ নেওয়ার জন্য এআইইউডিএফ নিজস্বভাবে প্রস্তুত হয়ে থাকলেও অবশেষে আলোচনায় যোগদান করার নেমন্তন্ন পর্যন্ত পায়নি আজমলের এই দল। রাজ্যে কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিরোধী মিত্র জোট গঠন হওয়ার সময় শত চেষ্টা করেও সেখানে স্থান পায়নি এআইইউডিএফ। অবশেষে বদরুদ্দিন আজমল এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল পাটনায় উপস্থিত হয়ে নিতিশ কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল। একইভাবে মহারাষ্ট্রে উপস্থিত হয়ে শরৎ পাওয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মোদি বিরোধী ঐক্যমঞ্চে স্থান পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল এআইইউডিএফ। নিতিশ কুমার এবং শরৎ পাওয়ার থেকে মৌখিক আশ্বাস পেয়ে বদরুদ্দিন আজমল অসমে ফিরে এসে এই বিষয়ে বহু লম্পো জম্প করেছেন। কিন্তু বাস্তবে এর বিপরীত দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে।

সুযোগ হাতে পেয়ে এআইইউডিএফ সুপ্রিমো বদরুদ্দিন আজমলের ব্যাপক সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভুপেন বরা। তিনি বলেন, অবশেষে আজমলের মিথ্যাচার জনসমক্ষে প্রকাশ পেয়েছে। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে কোনো ধরনের বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন সম্ভব নয়। দেশের এতগুলো রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে কিভাবে বদরুদ্দিন আজমল সরাসরি নিতিশ কুমার এবং শরৎ পাওয়ারের সঙ্গে বৈঠক করে সবকিছু চূড়ান্ত করে নিয়েছিলেন সেটা তিনি আজও বুঝে উঠতে পারছেন না বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন সভাপতি ভুপেন বরা। তিনি বলেন এটা নিশ্চিত যে এক্ষেত্রে আজমলকে কোনো ব্যক্তি ভুল পরামর্শ দিয়েছেন। অন্যথায় সংসদ বদরুদ্দিন আজমলের যথেষ্ট রাজনৈতিক দূরদর্শিতা রয়েছে। একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতা থাকা একজন ব্যক্তি কিভাবে কংগ্রেসকে অবজ্ঞা করে বিরোধী ঐক্যমঞ্চে প্রবেশ করতে গিয়েছিলেন সেটাই আশ্চর্যকর বলে মন্তব্য করেন তিনি। কংগ্রেস সভাপতি ভুপেন বরা বলেন এআইইউডিএফ তথা বদরুদ্দিন আজমল সম্পর্কে আগে শুধুমাত্র তিনি প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার পর এবার সারা দেশের রাজনৈতিক নেতারা এই ব্যক্তি সম্পর্কে বাস্তব সত্যতা জেনে গেছেন বলে উল্লেখ করেন সভাপতি ভুপেন বরা।

পাটনায় আয়োজিত মোদি বিরোধী ঐক্যমঞ্চে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ না পেলেও এর পিছনেও যুক্তি প্রদর্শনে ব্যস্ত এআইইউডিএফ। অর্থাৎ টস এর কয়েনের এপিঠ ওপিঠ দুটোই আমার। এক্ষেত্রে যুক্তি প্রদর্শন করে এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম জুনিয়র বলেন গত গতকাল পর্যন্ত সবকিছু ঠিকই ছিল। কিন্তু আজ পাটনায় রাজনৈতিক দলগুলোর এত বিশাল অংশগ্রহণ হবে সেটা আগে থেকে বোঝা যায়নি। বিরোধী ঐক্যমঞ্চের বৈঠকে বর্তমান এতজন নেতার সমাগম ঘটেছে যে এর থেকে বেশি নিমন্ত্রণ জানানো সম্ভব ছিল না বলে নীতিশ কুমারের দল জনতা দল ইউনাইটেড তাদের বার্তা পাঠিয়েছে। প্রথম অবস্থায় বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠকের পর এবার একজন কিংবা দুইজন সাংসদ থাকা ছোটখাটো দলগুলোকে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে জনতা দল ইউনাইটেড আশ্বাস দিয়েছে। তিনি বলেন এর কারণ এদিনের বৈঠকে প্রত্যেককে স্থান দেওয়া সম্ভব নয়। তবে পরবর্তীকালে একজন কিংবা দুইজন সাংসদ থাকা ছোট ছোট রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ করে তাদের সঙ্গে নীতিশ কুমার আলোচনা করবেন বলে তাদের জানানো হয়েছে। এমনকি বিহারের আরজেডি বিধায়কের নেতৃত্বে আরজেডি জেডিইউ এর চারজনের একটি প্রতিনিধি দল রাজ্যে এসে তাদের সঙ্গে বৈঠক করে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছে বলে জানালেন এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম জুনিয়র। বর্তমান আলোচনা প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলেও এই বিষয়ে কোনো ধরনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো নেওয়া হয়নি বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

অভিনব পদ্ধতিতে সুপারি গাছের মধ্যে দেশি পান চাষ করে অবিশ্বাস্য সাফল্য পেলো এক পান চাষী

জলপাইগুড়ি ঃ অভিনব পদ্ধতিতে সুপারি গাছের মধ্যে দেশি পান চাষ করে অবিশ্বাস্য সাফল্য পেলো এক পান চাষী। এমনই পান চাষের সন্ধান পাওয়া গেল জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বোয়ালমারী নন্দনপুর অঞ্চলের হসপিটাল পাড়া এলাকায়। সেখানকার জনৈক চাষী স্বপন বারুই বেশ কয়েকটি সুপারি গাছের মধ্যে দেশি পান চাষ করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী। স্বপন বাবু বলেন বিনা খরচে বিনা পরিশ্রমে সুপারি গাছে পান চাষ করে যথেষ্ট ফলন পাচ্ছেন তিনি। তিনি আরো বলেন এই পান প্রতিবছরই প্রতিনিয়ত বিক্রি করা যায়।এবং সারা বছর ধরেই বিক্রি করা যায়। প্রতিনিয়ত বিক্রি করে অনেকটাই আর্থিক উপার্জন করতে পারছেন তিনি। যেটা কোনো সিজনালী চাষের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তাই স্বল্প খরচে সুপারি গাছে পান চাষ করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বি হওয়ার জন্য অন্যান্য চাষীদেরও আহ্বান জানান স্বপন বাবু।

মিনাখাঁয় মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে আক্রান্ত সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেত্রী সোমা দাস চক্রবর্তী, শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ প্রতিবাদ মিছিল

শিলিগুড়ি। পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় মনোনয়নপত্র জমা কে ঘিরে অশান্তির ঘটনা ঘটছে। সোমবার একইভাবে সোমবার মিনাখাঁয় মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হয় সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেত্রী সোমা দাস চক্রবর্তী। এই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিকেলে শিলিগুড়িতে CPIM এর দলীয় কার্যালয় অনিল বিশ্বাস ভবন থেকে একটি বিক্ষোভ প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয় সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে। এদিন এই বৃক্ষ প্রতিবাদ মিছিলটি অনিল বিশ্বাস ভবন থেকে বের হয়ে শিলিগুড়ির হিলকার্ড রোড পরিক্রমা করে আবার অনিল বিশ্বাস ভবনে এসে শেষ হয়। এই বৃক্ষ প্রতিবাদ মিছিল থেকে ঘটনার তীব্র ধিক্কার এবং নিন্দা জানানো হয়।

বাংলার বকেয়া অবিলম্বে পরিশোধের দাবিতে মিছিল দার্জিলিং জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস এর

শিলিগুড়ি ঃ দার্জিলিং জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস এর পক্ষ থেকে মঙ্গলবার বিকেলে শিলিগুড়ির সেবক মোড় সংলগ্ন দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়।শহরের রাজপথ পরিক্রমা করে কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ এর সামনে গিয়ে মিছিল শেষ হয়।

এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের দার্জিলিং জেলার সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ,মিলি সিনহা, সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।আজ কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা,দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও কুৎসা ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে এবং ১০০ দিনের কাজ,আবাস যোজনা সহ বাংলার অন্যান্য খ্যাতে বাংলার প্রাপ্য টাকা অবিলম্বে দেওয়ার দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল দার্জিলিং জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস সমতল এর।

তৃণমূল দলের টিকিট না পেয়ে কংগ্রেসে যোগদান করল উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি সাম তাবরেজ ওরফে বাবু

উত্তর দিনাজপুর ঃতৃণমূল দলের টিকিট না পেয়ে কংগ্রেসে যোগদান করল উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি সাম তাবরেজ ওরফে বাবু।গোয়ালপোখরের পাঞ্জিপাড়া এলাকায় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক যোগদান সভার আয়োজন করা হয়। সেই যোগদান সভায় গোয়ালপোখর ব্লকের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি কংগ্রেসে যোগদান করেন। তার হাতে কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলেদেন প্রদেশ কংগ্রেসের সহ সভাপতি তথা চাকুলিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক আলী ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর। যোগদানকারী যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি সাম তাবরেজ ওরফে বাবুর অভিযোগ, দলের নেতৃত্বরা তাকে তৃণমূলের জেলা পরিষদের টিকিট দেওয়ার কথা বলে ছিল। কিন্তু দল তাকে টিকিট না দেওয়া আজকে কংগ্রেসে যোগদান করেন তিনি। অন্যদিকে পাল্টা তৃণমূলের কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি ফিরোজ খানের দাবি তিনি ব্লকের যুব সহসভাপতি থাকা সত্যেও দলের কাজে সক্রিয় ছিল না। মিটিং মিছিলে যেত না। এবং তাকে তৃণমূলের কেউ কোনও জেলা পরিষদের টিকিটের জন্য আশ্বাস দেয়নি। তাছাড়া এই যোগদানে তৃণমূলে উপর কোনও প্রভাব পড়বে না বলে তিনি জানিয়েছেন। যদিও এই যোগদানে অনেকটাই প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছেন কংগ্রেসের নেতৃত্বরা।

দোকানের মালিকানার দাবি নিয়ে মেয়রের সঙ্গে দেখা করে বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী কমিটি

শিলিগুড়ি ঃ দোকানঘরের মালিকানার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছে বিধান মার্কেট ব্যবস্যায়ী সমিতি সহ ব্যবসায়ীরা। এবার তাদের এই সমস্যা সমাধানের দাবিতে শিলিগুড়ির মেয়রের সাথে তারা বৈঠক করেন। সাথেই ট্রেড লাইসেন্স ও অন্যান্য কিছু সমস্যার কথাও তার সামনে তুলে ধরেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপি সাহা বলেন মেয়র তাদের কথা শুনে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।

বিদ্যুৎ বিভাগের গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল CPI(M) শিলিগুড়ি ৩ নম্বর এরিয়া কমিটি

শিলিগুড়ি – বুধবার দুপুরে একটি মিছিল করে হাকিমপাড়া এলাকার বিদ্যুৎ বিভাগের গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের সামনে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখালো CPI(M) শিলিগুড়ি ৩ নম্বর এরিয়া কমিটির নেতা কর্মীরা। পরবর্তীতে তাদের দাবি সম্বলিত একটি স্বারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। তাদের অভিযোগ প্রতিদিন শহরে লোডশেডিং হচ্ছে। যার ফলে এত তীব্র গরমে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে শহরবাসীকে। ফলে যাতে এই লোডশেডিং বন্ধ হয় ও শহরবাসী যাতে সঠিক বিদ্যুৎ পরিষেবা পায় তার দাবি তুলে ধরা হয় এদিন। সাংবাদিকদের মুখোমুখী হয়ে CPIM ৩ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক তিলক গুন বলেন, এভাবে প্রতিনিয়ত দিনে বেশ কয়েকবার লোডশেডিং হচ্ছে। বিদ্যুতের এই ঘাটতির ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে মানুষকে। ফলে বিদ্যুৎ পরিষেবা সঠিকভাবে প্রদানের তারা দাবি তোলেন।

শহরে প্রতিনিয়ত চলছে লোডশেডিং, প্রতিবাদে সামিল বিজেপি

শিলিগুড়ি ঃশিলিগুড়িতে প্রতিনিয়ত চলছে লোডশেডিং, অতিরিক্ত বিদ্যুতের মাশুল গুনতে হচ্ছে শহরবাসীকে, এরই প্রতিবাদে বিক্ষোভে সামিল হলো ভারতীয় জনতা পার্টি।বুধবার শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সামনে থেকে একটি মিছিল করে হাকিমপাড়া এলাকার বিদ্যুৎ বিভাগের গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের সামনে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখালো BJP ৩ নম্বর মণ্ডল কমিটির নেতৃত্ব ও কর্মীরা। এদিনের এই বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। এদিন বিক্ষোভ দেখানোর পর তাদের দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। মূলত শিলিগুড়ি শহরে প্রতিদিন লোডশেডিং হচ্ছে। তার পাশাপাশি অতিরিক্ত বিদ্যুতের মাশুল গুনতে হচ্ছে শহরবাসীকে এমনই অভিযোগ এদিন তোলা হয়।এর পাশাপাশি একবারে তিন মাসের পরিবর্তে প্রতিমাসে যাতে বিদ্যুতের বিল শহরবাসী দিতে পারে তার ব্যবস্থা করার দাবি তুলে ধরা হয়। এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এ বিষয় নিয়ে রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ।

কালচিনি ব্লক কার্যালয়ে বুধবার সকাল এগারোটা থেকে মনোনয়ন পত্র পেশ শুরু হয়েছে

আলিপুরদুয়ারঃ কালচিনি ব্লক কার্যালয়ে বুধবার সকাল এগারোটা থেকে মনোনয়ন পত্র পেশ শুরু হয়েছে । সকাল থেকে লম্বা লাইন মনোনয়নের । সকাল থেকে বিজেপি ,তৃণমূল,বাম,কংগ্রেসের প্রার্থীরা মনোনয়ন পেশ করতে শুরু করেছে পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন আসনে । কালচিনি ব্লক কার্যালয়ে শান্তিপূর্ণ ভাবে মনোনয়ন পেশ চলছে । পুলিশ প্রশাসনের থেকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে কালচিনি ব্লক কার্যালয়ে ।।

পঞ্চায়েত ভোটের আগে অস্ত্র উদ্ধার মালদহে

মালদহ পঞ্চায়েত ভোটের আগে অস্ত্র উদ্ধার মালদহে। রতুয়া থানার নুরপুর সেতু এলাকায় অস্ত্রসহ ধৃত যুবক। উদ্ধার দুটি পাইপ গান এবং তিন রাউন্ড গুলি। ধৃত রূপকুমার মাহাতো মালদহের ভুতনির রাজকুমারটোলা এলাকার বাসিন্দা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় পুলিশ। সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করার সময় আটক করা হয় ওই যুবককে। এরপর তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্র। ধৃত যুবককে আজ আদালতে তুলবে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেওয়া হবে।

যুব তৃণমূলে ভাঙ্গন

জলপাইগুড়ি ঃ এবার শহরের দোর গোড়ায় মাদার সহ যুব তৃণমূলে ভাঙ্গন। মহিলা পঞ্চায়েত সহ বুথ সভাপতির দল বদল।দল বিরোধী কাজে যুক্ত স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে তৃণমূল বুথ সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি নিলেন জমিপাড়া এলাকার বর্ষিয়ান তৃণমূল নেতা। ঘটনায় জলপাইগুড়িতে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া বিবেকানন্দ পল্লীতে এমন ই ঘটনার সাক্ষী থাকলো সাধারন জনতা।

একাকার তৃনমূল দলের বিদায়ী পঞ্চায়েত সদস্যা অঞ্জলী সরকার ওনার স্বামী প্রশান্ত সরকার সহ যুব তৃনমূল নেতা সুমন রায় এবং রঞ্জিত বিশ্বাস বিজেপিতে যোগদান করেন সঙ্গে প্রায় দুশো কর্মী সমর্থকদের নিয়ে।

এই প্রসঙ্গে প্রশান্ত সরকার বলেন, অনেক চাপ আসছিলো, তৃণমূলে থেকে সাধারন মানুষের জন্য কোনো কাজ এলাকায় করা যায় নি গত পাঁচ বছরে। অপরদিকে বিজেপির জেলা নেতৃত্ব সৌজীত সিংহ বলেন, আজ এলাকার যুব তৃনমূল নেতা সহ পঞ্চায়েত বিজেপিতে যোগদান করলেন। অপর এক বিজেপিতে যোগদান করা মহিলা তৃনমূল কর্মী আরতি বারুই, জানান, এলাকার কোনো উন্নয়ন করা যায় নি, এবার বিজেপিতে যোগ দিলাম সবাইকে নিয়ে সবার উন্নয়নের পথে চলবো আমরা। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জমিদারপাড়া এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের ১৮২২৯ বুথ সভাপতি শ্রী হরি মাতব্বর তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেন। অভিযোগ স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের সাথে মতবিরোধ। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য বুথ সভাপতিকে অন্ধকারে রেখে সমস্ত কাজকর্ম করেন বলে অভিযোগ। পঞ্চায়েতের প্রার্থী সিলেকশন নিয়েও দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই তিনি অঞ্চল সভাপতি কাছে লিখিত আকারে জানিয়ে দিয়েছেন। দলে থেকে সাধারণ কর্মী হিসেবে কাজ করতে চান এলাকার এই দাপুতে তৃণমূলে নেতা। তবে পঞ্চায়েত ভোটের মুখে এভাবে দলের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়ায় রাজনৈতিক মহলে।

থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) – রামপুরহাট দুইনং ব্লকের অন্তর্গত পঞ্চায়েত এলাকার প্রার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তৃণমূলের দুস্কৃতীরা হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ । পুলিশকে জানিয়ে কোনো লাভ হয় নি । সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে বৃহস্পতিবার তারাপীঠ থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করে বিজেপি । জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা উপস্থিত ছিলেন ।

বীরভূমে বিজেপির টিকিট বিলি নেপথ্যে টাকা কাঠগড়ায় জেলা সাধারণ সম্পাদক

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) – টাকা নিয়ে পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপির টিকিট বিলি করার অভিযোগ ঘিরে বীরভূম জেলায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় কাঠগড়ায় বিজেপি বীরভূম জেলা সাধারণ সম্পাদক শ্যামসুন্দর গড়াই । সিউড়ি একনং পঞ্চায়েতসমিতি তেরোনং আসনে বিজেপি পক্ষ থেকে মনোনয়ন জমা দিয়েছিল গৌরচন্দ্র দাস এবং রাজীব চ্যাটার্জী । বহুদিন আগে থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও শেষমুহূর্তে রাজীবকে সিম্বল দেওয়া হয় বলে অভিযোগ গৌরচন্দ্রের । সেইঘটনা ঘিরে কুড়ি জুন রাতে ষাটনং জাতীয় সড়কের পাশে কয়েকমাস আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উদ্বোধন করা সিউড়ি বিজেপি জেলা কার্যালয় রনক্ষেত্র হয়ে উঠে । শ্যামসুন্দর গড়াইকে ঘিরে হেনস্থার অভিযোগ উঠে গৌরচন্দ্র দাসের বিরুদ্ধে । গৌরচন্দ্র দাস বলেন, মতবিরোধ হয়েছে হাতাহাতি হয় নি । নির্দল প্রার্থী হিসেবে ভোটে লড়বো না কারণ আমি বিজেপিকে ভালোবাসি । সিউড়ি পৌরমন্ডলের সহসভানেত্রী দীপালি সাঁতরা পাল বলেন, মন্ডল সভাপতি ভালো কাজ করছেন তার প্রমাণ আছে কিন্তু তাকে মানতে চাইছে না শ্যামসুন্দর গড়াই । ভুরকুনা,মল্লিকপুর, কড়িধ্যার জন্য শ্যামসুন্দর গড়াই যেগুলোকে প্রার্থী করেছে সেগুলো সব তুলে নিচ্ছে । এগুলো আগে থেকেই শিখানোছিল যে তুলে নিয়ে টাকা কামাবো । এই ব্যবসাটা শুরু করেছে শ্যামসুন্দর গড়াই । জেলাপরিষদের জন্য এক লাখ আর পঞ্চায়েতের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা চেয়েছিল তখন আমি বললাম আমি দিতে পারবো না খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ । ওর সঙ্গে থাকতে বলে তখন আমি বলি সেটা সম্ভব নয় আমি ওটার জন্য পাটিতে নামি নাই । সেজন্য আমাকে টিকিট দিলো না । যে কোনোদিন বাড়ীর বাইরে পা রাখে নি কোনো মিটিং মিছিলে যাই নি তাকে টিকিট দিয়েছে । সেটাতে শ্যামসুন্দরদার হাত আছে নিশ্চয়ই টাকা খেয়েছে বলে দাড় করাচ্ছে । বীরভূম জেলা বিজেপি সহসভাপতি দীপক দাস বলেন, সিউড়ি একনং ব্লকের দায়িত্বে জেলা পদাধিকারী হিসাবে আমি ছিলাম । আমি নিজে সার্ভে করে দেখেছিলাম রাজীব চ্যাটাজীর গ্রহনযোগ্যতা গৌরচন্দ্র দাসের থেকে বেশি তাই রাজীব চ্যাটাজীকে সিম্বল দেওয়া হয় । শ্যামসুন্দর এখানে কোনোভাবেই জড়িত নয় । টিকিট না পেলে ক্ষোভে সবাই এরকম বলে । ২০২১ সালে ভোট পরবর্তী হিংসা হয়েছিল তখন এদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় নি । শ্যামসুন্দর গড়াই বুক চিতিয়ে লড়াই করেছিল । শ্যামসুন্দর গড়াইয়ের নামে মিথ্যা বদনাম করা হচ্ছে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কয়েকমাস আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছিল গৌরচন্দ্র দাস । বারো জুন সন্ধ্যায় তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছিল রাজীব চ্যাটাজী । ২০১৮ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত সিউড়ি একনং পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ছিল রাজীব চ্যাটাজী ।

অভিযোগকারীর জেল হেফাজত

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) – একত্রিশে জুলাই ২০২২ সালে মেটেগ্রামের বাসিন্দা স্বপন বাগদী নিজের নাবালিকা মেয়ের যৌন হেনস্থার অভিযোগ বোমকেশ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে দুবরাজপুর থানায় দায়ের করে । ব্যোমকেশ চক্রবর্তীকে দুবরাজপুর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে পকসো ধারায় মামলা রুজু করা হয় । তেইশে জুন শুক্রবার সিউড়ি পকসো বিশেষ আদালতের বিচারক বোমকেশ চক্রবর্তীকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করেন । পাশাপাশি অভিযোগকারী স্বপন বাগদীকে দোষী সাব্যস্ত করে ছয়মাসের জেল হেফাজত ও এক হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো একমাসের কারাদন্ডের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক । ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর আইনজীবী সোমনাথ মুখার্জী বলেন, দীর্ঘ সাক্ষ্যগ্রহণের পর বোমকেশ চক্রবর্তীকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করেন বিচারক । ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর বয়স আশি বছর । এটা একটা সাজানো মামলা ছিল ।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে পঞ্চায়েত ভোট । মনোনয়ন পর্বে রনক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল বীরভূম জেলার একাধিক জায়গা ঝরেছিল রক্ত । অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট । বীরভূম জেলায় এসে পৌঁছায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক কোম্পানির সিআরপিএফ জওয়ান । চব্বিশে জুন শনিবার সকালে বীরভূম জেলার সিউড়ীর বিভিন্ন এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী রুট মার্চ । সিউড়ী থানার কুখুডিহী,আলুন্দা সহ একাধিক গ্রামে রুট মার্চ করে কেন্দ্রীয় বাহিনী ।

পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে শতাব্দী রায়

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) শনিবার সিউড়ি দুইনং ব্লকের কোমা গ্রামপঞ্চায়েতের কোমা গ্রাম থেকে পঞ্চায়েত ভোটের প্রচার শুরু করলেন বীরভূম লোকসভাকেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দী রায় । মন্দিরে পুজো দিয়ে পঞ্চায়েত ভোটের তৃনমূল প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার শুরু করেন সাংসদ । শতাব্দী রায় বলেন, স্বনির্ভর দলের মহিলারা খুব ভালো কাজ করছে । ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচন তারআগে এটা একটা সিড়ি । তৃণমূল নেতারা সারাবছর আপনাদের পাশে থাকে । সাইথিয়া বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক নীলাবতী সাহা,সিউড়ি দুইনং ব্লক সভাপতি নুরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন ।

মেডিকেল কলেজের ছাত্রী আবাসে প্রথম বর্ষের ছাত্রীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য

কোচবিহার ঃ কোচবিহার মেডিকেল কলেজের ছাত্রী আবাসে প্রথম বর্ষের ছাত্রীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। স্নিগ্ধা কুন্ড নামে ওই ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তে নামেছে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ। মেডিকেল কলেজ সূত্রের খবর, আজ সকালে মেডিকেল কলেজের এক ছাত্রী স্টাডি রুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখে মেডিকেল কলেজের সিকিউরিটি কে খবর দেয়।দরজা ভেঙে দেখতে পায় প্রথম বর্ষের ওই ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় কলেজ কর্তৃপক্ষকে।কলেজ কর্তৃপক্ষ পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান আত্মঘাতী হয়েছে ওই ছাত্রী। ওই ছাত্রী পূর্ব বর্ধমানের বাসিন্দা।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পাঁকা ঘর ও সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নুতন ভবনের কাজ ক্ষতিয়ে দেখলেন মেয়র

শিলিগুড়ি ঃ অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ৩০টি পরিবারের পাঁকা ঘর ও সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নুতন ভবনের কাজ ক্ষতিয়ে দেখতে মেয়র গৌতম দেব ক্ষুদিরাম কলোনি ঘুরে বেড়ালেন।১৮নম্বর ওর্য়াডের ক্ষুদিরাম কলোনিতে প্রায় ১বছর আগে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ৩০টি বাড়ি সম্পূর্ণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখনিই মেয়র ঘোষনা করেছিলেন ঐ সকল পুরে যাওয়া বাড়ি গুলো পুরনিগম থেকে বানিয়ে দেওয়া হবে।সেই মতো কাজ শুরু হয়েছে।আজ সেই নির্মিয়মান বাড়ি গুলো কাজ ঘুরে দেখেন গৌতম দেব। এদিন মেয়রের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ওর্য়াড কাউন্সিলর সঞ্চয় শর্মা,৩ নম্বর বোড়ো চেয়ারম্যান মিলি সিনহা সহ পুরনিগমের আধিকারিকেরা।এর পাশাপাশি ১৮ নম্বর ওর্য়াডের অস্থায়ী সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ খতিয়ে দেখেন মেয়র গৌতম দেব।সব শেষে এক সাক্ষাৎকারে গৌতমবাবু জানান প্রায় ৮৪ লক্ষ টাকা ব্যায়ে ৩০টি ঘর পাঁকা ভাবে বানিয়ে দেওয়ার কাজ প্রায় শেষ।সেই সময় ১৮ নম্বর ওর্য়াডের অগ্নিকাণ্ডে শহরের সকলে যে ভাবে ঝাঁপিয়ে পরে এর মোকাবেলা করেছে তাতে ক্ষতির পরিমাণ কম হয়েছে।না হলে আরো বড়ো ক্ষতির সম্মুখীন হতো এই ক্ষুদিরাম কলোনি।সেই সাথে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ প্রায় শেষের পথে আশা করা যায় আগামী ১৫ই আগস্ট এর শুভ সুচনা করতে পারবো।

মাকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে

উত্তর দিনাজপুর ঃ নিজের মাকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল গোটা এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার খবরগাঁও এলাকায়। মৃতার নাম আমনা খাতুন (৫০) । মৃতার স্বামী আব্দুল শুকুর জানান এদিন বিয়ে অনুষ্ঠানে গিয়েছিল গোটা পরিবার । এরপর তার ছেলের সাথে তার মাকে বাইকে করে বাড়ি পাঠিয়ে দেন । এরপর তিনি বাড়ি ফিরে এসে দেখেন ছেলে ইশতিয়াক তার মাকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে খুন করে পালিয়ে গিয়েছে । ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার মানুষ ঘটনাস্থলে ভিড় জমাতে শুরু করেন । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় ইসলামপুর থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে । পাশাপাশি অভিযুক্ত ছেলের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

বাবাকে বাঁশ দিয়ে নির্মম ভাবে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ, আটক ছেলে, দোষী ব্যাক্তির কঠোর শাস্তির দাবি জানালো গ্রামবাসীরা

জলপাইগুড়ি ঃ পারিবারিক অশান্তির জেরে বাবাকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুন করলো ছেলে। সোমবার দুপুরে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের মন্ডলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠাকুরের কামাত এলাকায়। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম মানিক রায়। তিনি রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন বলে জানা গেছে। অভিযোগ, তাঁর ছেলে সঞ্জয় রায় ছোট থেকেই শিলিগুড়িতে থাকতো। এদিন পারিবারিক অশান্তির জেরে নিজের বাড়িতেই বাবার ওপর হামলা চালিয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। বাঁশ দিয়ে বেধড়ক পিটিয়ে রীতিমতো হাত পা ভেঙে দেওয়া হয় মানিক রায়ের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃতের পরিবারে। অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে আটক করেছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি করেন। ঘটনা প্রসঙ্গে এলাকার বিদায়ী পঞ্চায়েত সদস্য শামসুর নেহার বলেন, ঘটনার তদন্ত এবং পাশাপাশি দোষী শাস্তি দাবি করছি প্রসাশনের কাছে।

বিজেপিতে যোগ তৃণমূলের প্রধান ও উপপ্রধানের,কেন?

মালদা । লক্ষ টাকা দিয়েই পাওয়া যাবে তৃণমূলের টিকিট।এই অভিযোগ তুলে দল ছাড়লেন শাসকদল তৃণমূলের প্রধান ও উপপ্রধান।সোমবার দুপুরে যোগদান সভাটি অনুষ্ঠিত হয় মালদার মালতীপুরে বিজেপির নির্বাচনী কার্যালয়ে।প্রধান ও উপপ্রধানের সঙ্গে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন পাঁচ শতাধিক কর্মী বলে দাবি করা হয়েছে।মালদার মালতীপুর বিধানসভার গৌরহন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান ডলি মণ্ডল ও উপপ্রধান পঞ্চানন দাস বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। তৃণমূলে টিকিট পাওয়ার যাওয়ার গুণতে হবে লক্ষ লক্ষ টাকা।তৃমমূলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলছেন প্রধান ও উপপ্রধান। পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে মনোনয়নের তৃতীয় দিনে এই যোগদান বিশাল প্রভাব পড়েছে মালতীপুর।কারন এই এলাকা জেলা তৃণমূল সভাপতির গড়।স্বভাবতই অস্বস্তিতে রয়েছে শাসকদল তৃণমূল।যদিও চাঁচল২ নং ব্লক তৃণমূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাই এর দাবি,তৃণমূলে স্বচ্ছভাবমূর্তির মানুষদের টিকিট দেওয়া হচ্ছে।টিকিট পাবেনা বলেই দল ছেড়েছেন তারা।বিজেপি টিকিটের প্রলোভন দেখিয়ে যোগদান করিয়ে ভোটের বাজার গরম করাচ্ছে।তাদের দলত্যাগে তৃণমূলে কোনো প্রভাব পড়বেনা।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

সাউথ আফ্রিকার পরিত্যক্ত সোনার খনিতে বিস্ফোরণে নিহত ৩১

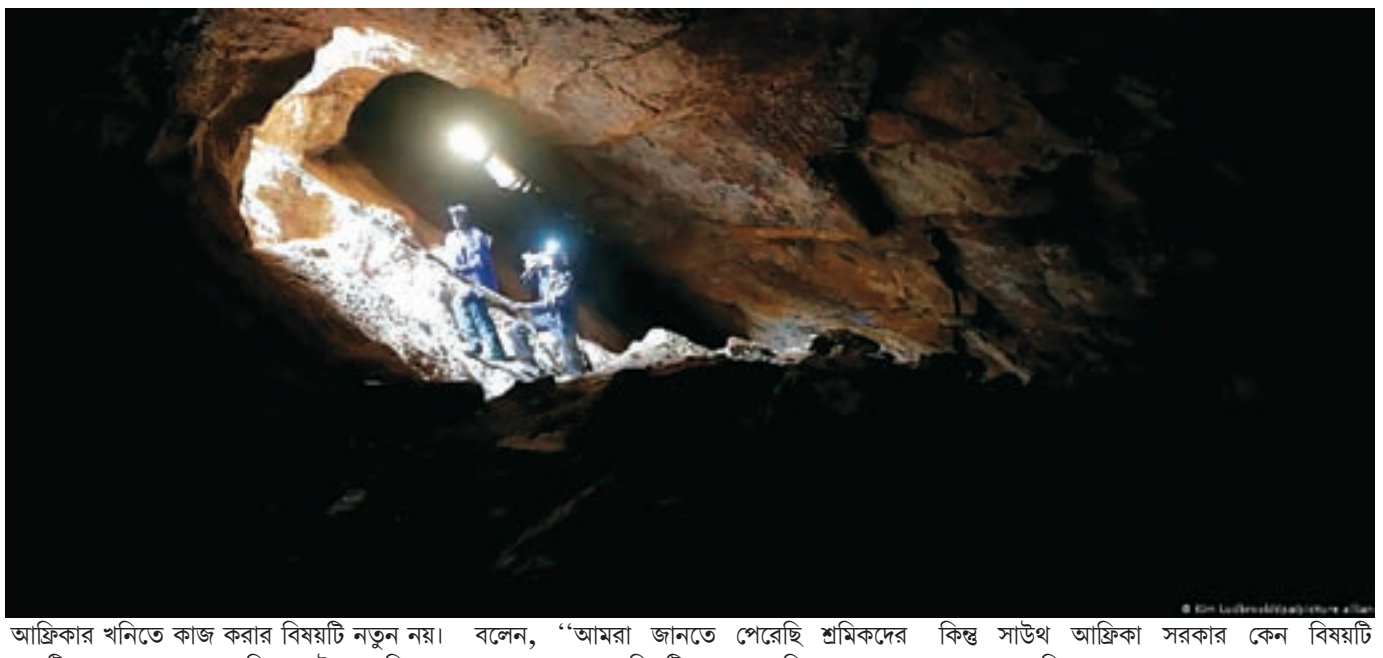

লোসোথো ঃ এক মাস আগে সাউথ আফ্রিকার সোনার খনিতে বিস্ফোরণের এই ঘটনা ঘটে। নিহতরা সবাই প্রতিবেশি লোসোথোর নাগরিক বলে জানা গেছে।

সাউথ আফ্রিকার একটি পরিত্যক্ত সোনার খনিতে মিথেন গ্যাসের বিস্ফোরণে ৩১ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার সাউথ আফ্রিকা সরকার এই তথ্য জানায়। জোহানেসবার্গ থেকে দুশো ৬০ কিলোমিটার দূরে ভার্জিনিয়ার একটি সোনার খনিতে একমাসেরও বেশি সময় আগে গত ১৮ জুন বিস্ফোরণের এই ঘটনা। কিন্তু ঘটনার একমাস পর এবিষয়ে তথ্য পায় সরকার। সরকারের পক্ষ থেকে ঘটনাটিকে 'অদ্ভুত' বলে দাবি করা হচ্ছে।

দেশটির মিনারেল রিসোর্স অ্যান্ড এনার্জি বিভাগের দাবি, সোনার খনিটির ভেতরে চলাচলের জায়গায় অতিরিক্ত মাত্রায় মিথেন গ্যাসের উপস্থিতি ছিল।

মিনারেল রিসোর্স অ্যান্ড এনার্জি বিভাগে বলছে, ''এই মুহূর্তে সেখানে অনুসন্ধানী দল পাঠানোয় ঝুঁকি রয়েছে। তবে পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনতে আমরা সম্ভাব্য নানা উপায় পর্যালোচনা করে দেখছি।''

নিহতদের সবাই প্রতিবেশি রাষ্ট্র লেসোথোর নাগরিক। অবশ্য লেসোথোর শ্রমিকদের সাউথ আফ্রিকার খনিতে কাজ করার বিষয়টি নতুন নয়। দেশটির হাজার হাজার শ্রমিক সাউথ আফ্রিকার সোনার খনিসহ সেখানকার প্রাকৃতিক সম্পদের অন্যান্য খনিতে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করে থাকে।

সাউথ আফ্রিকার মিনারেল রিসোর্স অ্যান্ড এনার্জি বিভাগের একজন মুখপাত্র বার্তাসংস্থা এএফপিকে বলেন, ''আমরা জানতে পেরেছি শ্রমিকদের সহায়তায় অন্তত তিনটি মৃতদেহ খনি থেকে বের করা হয়েছে। সে হিসেবে খনিতে আরো ২৮ জনের মৃতদেহ রয়েছে।''

লেসোথোর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দেশটিতে অবস্থিত সাউথ আফ্রিকার দূতাবাসকে এ বিষয়ে গত ১০ জুন অবহিত করা হয়েছে। কিন্তু সাউথ আফ্রিকা সরকার কেন বিষয়টি জানাতে দেরি করেছে তা বোধগম্য নয়।

লেসোথোর প্রধানমন্ত্রীর একজন মুখপাত্র জানান, তারা সাউথ আফ্রিকার সরকারের সাথে মৃতদেহগুলো উদ্ধার করতে এবং দেশে ফেরত আনতে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

ভাগ্য বদলের চেষ্টায় ঠিকানাহীন প্রদীপন

কোলম্বোঃ ছয়টি দেশ ঘুরে পা রেখেছিলেন ফ্রান্সের প্যারিসে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। গত এক দশকের সংগ্রামের পর জীবন নিয়ে এখন আর তেমন কোনো উচ্চাশা নেই তার।

ভেবেছিলেন জীবন বদলে যাবে, স্বপ্নের ইউরোপে মিলবে অর্থনৈতিক মুক্তি। ছয়টি দেশ ঘুরে পা রেখেছিলেন ফ্রান্সের প্যারিসে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। গত এক দশকের সংগ্রামের পর জীবন নিয়ে এখন আর তেমন কোনো উচ্চাশা নেই তার। আগামীর চিন্তায় নেই তেমন কোনো অস্থিরতাও। তবে, মুখ ভাবলেশহীন। সময়ের কষাঘাতে চেহেরাও কেমন যেন বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। কথা বলতে গিয়ে বোঝা গেল নিজের ওপর আস্থা হারায়নি লোকটি। তার নাম প্রদীপন পরমাশিভম। জন্মসূত্রে শ্রীলঙ্কার নাগরিক। বেড়ে ওঠেছেন ওই দেশটিতেই।

লিকলিকে গড়নের এই মানুষটির গল্প আর সবার মতো নয়। বছর দশেক আগের কথা। তখন ২০১৩ সাল। টগবগে তরুণ প্রদীপন। বয়স তখন ত্রিশ ছুঁই ছুঁই। ওই সময় শ্রীলঙ্কার অবস্থাটাও আজকের মতো নাজুক ছিল না। খেয়ে পরে বেঁচে থাকার অবস্থাটাও ছিল তার। তবুও ইউরোপে উন্নত জীবনের হাতছানিতে না বলতে পারেননি প্রদীপন। তাই জীবন বদলের শুরুটা হয়েছিল সিঙ্গাপুর ভ্রমণ দিয়ে। শ্রীলঙ্কার পাসপোর্ট নিয়ে বৈধভাবেই দেশটিতে গিয়েছিলেন তিনি।

ইনফোমাইগ্রেন্টসকে প্রদীপন বলেন, ''আমি প্রথমে শ্রীলঙ্কার পাসপোর্ট নিয়ে সিঙ্গাপুরে যাই। সিঙ্গাপুর থেকে একটি বাসে চড়ে মালেয়শিয়া চলে আসি। সেখানে কিছুদিন থেকে মালেয়শিয়ার পাসপোর্ট যোগাড় করি। তারপর আমার ইউরোপে ঢোকার চেষ্টা শুরু হয়।''

কিন্তু একজন মানুষ ভিন্ন একটি দেশে ঢুকেই কিভাবে আরেকটি দেশের পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে পারে এমন প্রশ্নের জন্য অবশ্য প্রস্তুত ছিলেন প্রদীপন। ভাবার জন্য মুহূর্ত সময় না নিয়েই বলতে শুরু করলেন, ''একজন আমাকে সহযোগিতা করেছিলেন। তার কারণে পাসপোর্ট পেয়েছিলাম। ছবিতে সামান্য একটু ভিন্নতা ছিল, কিন্তু সেটা তেমন কোনো সমস্যা ছিল না।।''

তবে পাসপোর্ট পেতে সহযোগীর বিষয়ে তেমন কিছু বলতে চাননি প্রদীপন। কেমন সময় লেগেছিল, এড়িয়ে গেছেন সেই প্রসঙ্গটিও।

মালেয়শিয়ার পাসপোর্ট হাতে পেয়ে আগের চেয়ে সাহসটা আরেকটু বেড়ে গেল প্রদীপনের। মালেয়শিয়া থেকে চলে গেলেন ইরান। সেখানে দিন না পেরোতেই আবার চলে আসেন তুরস্কে। সেখানে তার ঠিকানা হয় আনাতালিয়া শহর।

প্রদীপন বলেন, ''তুর্কির আনাতালিয়া থেকে ফ্লাইটে করেই আমি সুইজারল্যান্ডের আসি। সেখানে থেকে চলে যাই ফ্রান্সে।''

জাল পাসপোর্ট নিয়ে এতটা পথ চলতে কোনো সমস্যা হলো না? উত্তরে খুব জোরের সঙ্গে প্রদীপন জানালেন, ''সমস্যা হবে কেন? ওটা ছিল মালেয়শিয়ার অরিজিনাল পাসপোর্ট। আমার কোনো সমস্যা হয়নি। কারণ, আমি ইংরেজি জানি। সবকিছু ম্যানেজ করে নিয়েছি।''

ইনফোমাইগ্রেন্টসের কাছে তিনি দাবি করেছেন, ফ্রান্সে পৌঁছে অন্তত ১০ বার আশ্রয় চেয়ে আবেদন করেছেন। কিন্তু প্রতিবারই তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন ফরাসি আশ্রয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ। জীবন ধারণের জন্য কোনোরকম কাজ করে পার করে দিয়েছেন পুরোটা সময়।

তিনি বলেন, ''আমি ওয়ার্ক পারমিট চেয়েও আবেদন করেছিলাম। কিন্তু সেটাও গ্রহণ করেনি ফরাসি কর্তৃপক্ষ। সেজন্যই আমি জার্মানি চলে আসতে চেয়েছিলাম।''

গেল বছরের নভেম্বরের দিকের কথা। পরিকল্পনা অনুযায়ী জার্মানির উদ্দেশে যাত্রাও করেছিলেন তিনি। প্রদীপন বলেন, ''দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমি আমি নেদারল্যান্ডস জার্মান সীমান্তে ডাচ পুলিশের হাতে ধরা পড়ি।''

তিনি বলেন, ''এমন এক জায়গায় আমি ধরা পড়লাম, সেখান থেকে খুব বড় জোর ১০ মিনিট দূরে ছিলো জার্মানি।''

যেহেতু তার কাছে কোনো বৈধ কাগজপত্র নেই, ফলে ডাচ পুলিশ থাকে থানায় নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে তুলে দেয়া হয় নেদারল্যান্ডসের অভিবসান বিষয়ক সরকারি সংস্থা ইমিগ্রাতিয়েন নাতুখালিজাতিদিয়োনস (আইএনডি)'র হাতে।

তিনি বলেন, ''তারপর তারা আমার ছবি তুললো। আঙ্গুলের ছাপ নিল। সই নিল।''

এখন নেদারল্যান্ডসের রাজধানী আমস্টারডামের সরকারি একটি আশ্রয়কেন্দ্রে তাকে থাকতে দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। খাওয়া খরচ বাবদ প্রতি সপ্তাহে তাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। সেটা নিয়ে বাজার করে নিজে রান্না বান্না করে খান প্রদীপন।

নেদারল্যান্ডসে শেষ পর্যন্ত তার আশ্রয় জুটবে কিনা বা সেখানে কতদিন তার পক্ষে থাকা সম্ভব হবে, তা এখন পুরোটাই নির্ভর করছে আইএনডি এর সিদ্ধান্তের ওপর।

যদি নেদারল্যান্ডস প্রত্যাখ্যান করে তাহলে পরিণতি কী হবে, জানতে চাওয়া প্রদীপনের কাছে। উত্তর দেয়ার ধরন দেখে মনে হলো, এখনই নেতিবাচক কোনো চিন্তায় আচ্ছন্ন হতে চান না তিনি।

ইনফোমাইগ্রেন্টসকে তিনি বলেন, ''আইএনডি আমার কাছে জানতে চেয়েছেন, তুমি দশ বছর ধরে ফ্রান্সে আছো, এখানে কেন এসেছো। আমিও নিজের মতো করে সব গুছিয়ে বলেছি তাদের। বলেছি, ১০ বছর চেষ্টা করেও কিছু হলো না। তাই এখানে এসেছি।''

বিষয়টি নিয়ে আরো বিস্তারিত জানতে চেষ্টা করতেই নতুন একটি কারণ তুলে ধরেন প্রদীপন। তিনি বলেন, ''আইএনডিকে আমি জানিয়েছি ফ্রান্সে আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু আমাকে ছুরি নিয়ে আক্রমণ করেছে। তাই আমি এখানে চলে এসেছি।''

এ সংক্রান্ত প্রমাণ আইএনডিকে দিয়েছে বলেও দাবি করেছেন প্রদীপন। এরমধ্যে আইএনডি তার সাক্ষাৎকার নিয়েছে। তারা জানিয়েছে, তার সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত নেবে। এমনকি একথাও তারা জানিয়েছে যে, কোনো কারণে তার আবেদন প্রত্যাখ্যান হলে, সেকি একা ফ্রান্সে ফিরতে পারবে নাকি তাকে সেখানে ফেরত পাঠাতে কোনো উদ্যোগ নিতে হবে।

উত্তরে তিনি বলেছেন, ''আমার কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু জীবনের ঝুঁকি আছে বলেই আমি এখানে এসেছি।''

তবে তার আবেদনটি গ্রহণ করা হবে বলে আশা করছেন প্রদীপন। যদি না হয়, তাহলে আবারো ফ্রান্সে চলে যাওয়ার কথাই ভাবছেন তিনি। কিন্তু আসলে কী ঘটতে যাচ্ছে তার জীবনে, তার পুরোটাই অনিশ্চিত।

দেশের রাজনীতিতে আলোচনায় বিদেশিরা

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের রাজনীতি এবং নির্বাচন নিয়ে এখন বিদেশিরা কী বলছেন এটা নিয়েই মানুষের আগ্রহ বেশি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো কী করছে সেটা নিয়ে আলোচনা তেমন নেই। বলা চলে রাজনীতির মাঠ বাংলাদেশের হলেও খেলোয়াড় বিদেশিরা।

ক্ষমতাসীন এবং বিরোধীরা বিদেশিদের ভূমিকা নিয়ে কথা তো বলছেনই। দেশের সাধারণ মানুষেরও প্রশ্ন বিদেশিরা বাংলাদেশের রাজনীতি ও নির্বাচন নিয়ে কী করছেন? আর এই আলোচনায় শীর্ষে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তারপর চীন ও ভারত। দূরবর্তী হলেও রাশিয়া নিয়েও কথা হচ্ছে। আর ইউরোপের দেশগুলোর অবস্থান সম্পর্কেও আরো তথ্য চান এখানকার লোকজন। বিএনপি নেতা সৈয়দ এমরান সালে প্রিন্স বলেন, ''বাংলাদেশ বৃহৎ শক্তিগুলোর খেলার মাঠে পরিণত হয়েছে। এটা ব্যাটেল গ্রাউন্ড হয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশ ক্রসফায়ারে পড়ে যেতে পারে। এর জন্য দায়ী বর্তমান সরকার।''

আর এর জবাবে আওয়ামী লীগ নেতা এস এম কামাল হোসেন বলেন, ''সাধারণ মানুষ সচেতন হয়েছেন তাই বিদেশিরা যা বলছেন তা নিয়ে কথা বলছেন। তথ্য বিশ্লেষণ করছেন। আর বাংলাদেশের গুরুত্বের কারণে বিদেশিরা বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলছে।'' বিশ্লেষকরা বলছেন, ''দেশের মানুষ মনে করছেন রাজনৈতিক দলগুলো দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনে উদ্যোগী হবে না। যদি বিদেশি চাপে হয় তো হতে পারে। আর সরকার বা বিরোধী সব রাজনৈতিক দলই তাদের মতো করে বিদেশিদের সমর্থন নিতে চাইছে। রাজনীতির মাঠে যে যাই বলুক না কেন তার আসল উদ্দেশ্য চাপ কমানো এবং নিজেদের দিকে সমর্থন নেয়া।'' বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নতুন মার্কিন ভিসা নীতির পর রাজনীতিতে দেশীয় কেনো উপাদানের আর প্রধান্য দেখা যাচ্ছেনা। সরকার এবং বিরোধীরা ওই ভিসা নীতি নিয়েই আছে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি

উভয় দলই আবার ভিসা নীতির পক্ষে কথা বলছে। কিন্তু নতুন ভিসা নীতির পর বিএনপির আন্দোলনের তেজও আর বাড়ছে না। আর সরকার তথা আওয়ামী লীগও কিছুটা সহনশীল। এর মধ্যে রাজনীতির মাঠে নতুন এসেছে সেন্টমার্টিন দ্বীপ। রাশেদ খান মেনন সংসদে সেন্টমার্টিনের সঙ্গে সরাসরি অ্যামেরিকাকে যুক্ত করলেও প্রধানমন্ত্রী কোনো দেশের নাম যুক্ত না করেই বলেছেন সেন্টমার্টিন লিজ দিলে ক্ষমতায় থাকতে অসুবিধা নেই। দেশের কোনো সম্পদ বিদেশিদের দিয়ে ক্ষমতায় থাকতে চান না তিনি। সাবেক রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল (অব.) শহীদুল হকও মনে করেন এখন বাংলাদেশের রাজনীতি ও আগামী নির্বাচন নিয়ে বিদেশি বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়েই কথা হচ্ছে বেশি। তিনি বলেন, ''বাইডেন প্রশাসন গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার নিয়ে তাদের অবস্থান বার বার স্পষ্ট করছে। বাংলাদেশে তারা সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখতে চায়। এজন্য তারা সক্রিয় আছে। কিন্তু এর ভিতরে তাদের কোনো হিডেন এজেন্ডা থাকতে পারে। তবে সেটা কী আমি জানিনা। কারণ গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিয়ে অনেক দেশেই সমস্যা আছে। যুক্তরাষ্ট্র কি বাংলাদেশকে ব্যতিক্রম হিসেবে নিচ্ছে? নিলে সেটা কেন?'' তার কথা, ''বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতের ভূমিকা সবার জানা। আর চীন হচ্ছে তার ভূরাজনৈতিক অবস্থান থেকে কথা বলে। ইউরোপ এবং যুক্তরাজ্যের কথায় মার্কিন নীতির প্রতিফলন আছে। তারাও বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন চায়।'' তিনি বলেন, ''দেশের মানুষ একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চায়। দেশের সরকার, রাজনৈতিক দল সেই প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে। তাই স্বাভাবিক কারণেই মানুষ বিদেশিদের তৎপরতা নিয়ে আগ্রহী। আর রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতা ধরে রাখা এবং ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বিদেশিদের সঙ্গে সব সময়ই যোগাযোগ রাখে যা লাজ্জার।'' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন বলেন, ''এর নানা ধরনের লেন্স আছে। একটি হলো বাংলাদেশের গুরুত্ব বেড়েছে। এর ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব বেড়েছে। ফলে অনেক দেশেরই বাংলাদেশ নিয়ে আগ্রহ আছে। তাই তারা কথা বলেন। কথা বলেন বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিয়ে। আবার বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় যারা ক্ষমতায় ছিলেন তারা দেশের জনগণকে গুরুত্ব দেননি। ফলে এখন সেটা হচ্ছে বিদেশিরা কথা বলছেন, দেশের মানুষ শুনছেন। রাজনৈতিক দলগুলোও বিদেশমুখী হচ্ছে। তাদের কাছে সাধারণ মানুষ গুরুত্ব না পাওয়ায় ও তাদের প্রত্যাশা পুরণ না হওয়ায় এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।'' তার কথা, ''দেশের সাধারণ মানুষেরও যতটা তৎপর বা প্রতিবাদী হওয়া প্রয়োজন ততটা হচ্ছেনা। তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেই কথা বলছে কেউ কেউ। ফলে সব দিকেই একটা প্রবণতা বাইরে থেকে কেউ কিছু একটা করে দেবেন।'' বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, ''আওয়ামী লীগ অনৈতিকভাবে ক্ষমতা ধরে রাখতে এবং আবারো একটি সাজানো, পাতানো ও ষড়যন্ত্রের নির্বাচন করতে গিয়ে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক খেলার মাঠে পরিণত করেছে। এটা ব্যাটেল ফিল্ডে পরিণত হয়ে যেতে পারে। আমাদের আশঙ্কা বাংলাদেশ এই ব্যাটেল ফিল্ডে না আবার ক্রসফায়ারে পড়ে যায়। বাংলাদেশ একটা অন্ধকারের দিকে ধাবিত হচ্ছে।'' তার কথা, ''নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন ছাড়া এই পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসার আর কোনো পথ নাই।'' তিনি আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ''গণতন্ত্র, নির্বাচন ও মানবাধিকারের বিষয়গুলো বিশ্বব্যাপী এবং সার্বজনীন। বিদেশিরা এগুলো নিয়ে তো কথা বলবেই। অ্যামেরিকা তো বলছেই যে তারা এই বিষয়গুলো এখন ফোকাস করছে। তারা তো নির্বাচন, গণতন্ত্র, মানবাধিকার এই বিষয়গুলো নিয়েই কথা বলছে। এর বাইরে অন্য কোনো উদ্দেশ্য তো আমরা দেখছিনা। বরং প্রধানমন্ত্রী অযাচিতভাবে সেন্টমার্টিন ইস্যু টেনে এনে যে কথা বলছেন এর পক্ষে তো আমরা কোনো তথ্য প্রমাণ দেখছিনা। এটা একটা অপকৌশল।''

আর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন মনে করেন, ''দেশের সাধারণ মানুষও যে বিদেশিদের কথা ও ভূমিকা নিয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছে এটা ইতিবাচক। তারা বিদেশিদের কথা বুঝতে চায়, তথ্য চায়। জানতে চায় তারা যা বলছে তা সঠিক কী না। মানুষ সচেতন হচ্ছে। আর বাংলাদেশ ভূরাজনৈতিক দিক দিয়ে একটি গুরত্বপূর্ণ দেশ। এই কারণে অনেকেই বাংলাদেশকে নিয়ে কথা বলছে, ভাবছে।'' তার কথা, ''যেসব রাজনৈতিক দল দেউলিয়া তারাই বিদেশিদের কাছে যায়, ধরনা দেয়। আওয়ামী লীগ যায়না। আমরা বিদেশিদের সঙ্গে কথা বলি, ধরনা দিইনা।'' তিনি বলেন, ''পাকিস্তানে কোনো গণতন্ত্র নাই, বাংলাদেশে তো কিছুটা হলেও আছে। সেই পাকিস্তানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নতুন কোনো ভিসা নীতি নাই। বাংলাদেশের জন্য নতুন ভিসা নীতি হয়েছে। কেন, এর কারণ কী? এর জবাব খুঁজলেই আসল কারণ বোঝা যাবে।''

সম্পাদকীয়

টাইটান সাব ও গ্রিসের অভিবাসী নৌকা ঃ জীবনের মূল্য কোথায় বেশি?

বিশ্বজুড়ে শত শত কোটি মানুষ পর্যটকবাহী সাবমার্সিবল বা ডুবোযান টাইটানের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া এবং তার করুণ পরিণতির খবর গভীর আগ্রহের সাথে পড়েছেন বা দেখেছেন। পাঁচজন যাত্রী নিয়ে সাবমেরিনটি গিয়েছিল বিখ্যাত টাইটানিক জাহাজের ধ্বংসাবশেষ দেখার জন্য। টাইটান ডুবোজাহাজে এই অভিযানের সামিল হতে যেসব যাত্রী প্রত্যেকে আড়াই লাখ ডলার করে দিয়েছিলেন তাদের ছবি বিশ্বজুড়ে শেয়ার করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোস্ট গার্ড এই উদ্ধার অভিযানের যেসব আপডেট জানিয়েছে তার প্রতি মানুষের ছিল চরম আগ্রহ। এবং খবরের লাইভ নিউজ পেজে ছিল বিশাল ট্রাফিক। আগে এনিয়ে যেসব সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে তাতে দেখানো হয়েছে ওশানগেট কোম্পানির ছোট সাবমার্সিবলটির ভেতরটা দেখতে কেমন ছিল। সব আন্তর্জাতিক মিডিয়া খবরটি কাভার করেছে। সাগরে হারিয়ে যাওয়ার ওপর অন্যান্য যেসব খবর প্রকাশিত হয়েছে তার চেয়ে এই ঘটনাটি কেন বেশি চমকপ্রদ? ইসলামাবাদে বিবিসির উর্দু বিভাগের প্রতিবেদক সাহের বালোচ এই বিষয়টি নিয়ে পাকিস্তানের সোশ্যাল মিডিয়ায় যেসব কথোপকথন দেখেছেন, তা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন।

নিখোঁজ সাবমার্সিবলের বিশদ বিবরণ যখন বের হতে শুরু করলো তখন পাকিস্তানের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের ইউজাররা ঠিকই লক্ষ্য করলেন যে সাগর সম্পর্কিত আরেকটি খবরের তুলনায় সংবাদমাধ্যমগুলো সাবমার্সিবল দুর্ঘটনার খবরটিকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। অন্য খবরটিতে, আনুমানিক ৭০০ জন অভিবাসীকে নিয়ে মাছ ধরার একটি নৌকা গত ১৪ই জুন দক্ষিণ গ্রিসে ডুবে যায়। এটি ছিল ইউরোপের সবচেয়ে শোচনীয় অভিবাসী বিপর্যয়ের ঘটনা। ঐ ঘটনায় যারা প্রাণে বেঁচেছেন তারা জানিয়েছেন যে ১০০টিরও বেশি শিশু ছিল ঐ নৌকায় এবং অন্তত ৭৮ জনের মৃত্যুর খবর তখনই নিশ্চিত করা হয়েছিল। তখনও সাগরে নিখোঁজ ছিল শত শত অভিবাসী। গ্রিক কোস্ট গার্ড দাবি করেছিল যে নৌকাটি ইতালির পথে যাত্রা করেছিল এবং সেটি এমন কোন বিপদে পড়েনি যার জন্য তাকে উদ্ধার করতে হতো। তবে ঘটনার এই বিবরণ নিয়ে যে একটা সন্দেহ রয়েছে, বিবিসি তার প্রমাণ পেয়েছে। ঐ এলাকার অন্যান্য জাহাজের গতিবিধি বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, অভিবাসী বোঝাই মাছ ধরার নৌকাটি ডুবে যাওয়ার আগে অন্তত সাত ঘণ্টা ধরে নড়াচড়া করতে পারেনি। বিবিসির অনুসন্ধানের এই ফলাফল নিয়ে গ্রিক কর্তৃপক্ষ এখনও কোন মন্তব্য করেনি। পাকিস্তানের সিনেটের চেয়ারম্যান এক বিবৃতিতে বলেছেন, এই ঘটনায় ৩০০ জন পাকিস্তানি নাগরিক ডুবে মারা গেছে, এবং এটি দেশে এখন একটি বড় আলোচনার বিষয়। অন্যদিকে, পাঁচজন যাত্রী নিয়ে ডুবোযান টাইটান রওনা দেয়ার এক ঘণ্টা ৪৫ মিনিটের মধ্যে সাহায্যকারী জাহাজের সাথে তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মার্কিন উপকূল রক্ষীরা জানিয়েছে যে আট ঘণ্টা পর ঐ ঘটনা সম্পর্কে প্রথম তাদের জানানো হয়। এবং এরপর শুরু হয় এক বিশাল উদ্ধার অভিযান, যাতে কেবল মার্কিন কর্তৃপক্ষই নয়, ক্যানাডিয়ান এবং ফরাসিরাও জড়িত হয়ে পড়ে। নিখোঁজ সাবমার্সিবলকে খুঁজে বের করার অভিযানের মধ্যেই দুটি ঘটনা নিয়েই সোশাল মিডিয়ায় নানা ধরনের মন্তব্য এবং মতামত ছড়িয়ে পড়ে। বেশিরভাগ মতামতই ছিল ঐ দুটি খবরকে যেভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তার পার্থক্যের ওপর। পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশনের পরিচালক ফারাহ জিয়ার মতে, সাবমার্সিবল দুর্ঘটনার খবরটির শিরোনাম যে বড় হবে, সেটাই স্বাভাবিক। তিনি বিবিসিকে বলেন, সারা বিশ্বে কোন ধনী ব্যক্তির জীবনে যখন কোন ট্র্যাজেডি ঘটে, তখন তাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। কারণ, মানুষ তার জীবন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয় বেশি। তাই স্বাভাবিকভাবেই মিডিয়া বেশি করে তাদের খবর কাভার করে। তবে তিনি মনে করেন যে এই বিতর্কটি বিশ্ব মিডিয়ার জন্য আত্মমূল্যায়ন করার একটি সময়োপযোগী সুযোগ তৈরি করেছে। কিন্তু এই দুটি ঘটনার খবর প্রচারের বৈষম্য নিয়ে অন্যান্য ভাষ্যকাররা সমালোচনা করছেন বেশি। টুইটারের একজন ইউজার মরিয়ম লিখেছেন, আন্তর্জাতিক উদ্ধার অভিযান এবং ধনী পর্যটকদের নিয়ে সাবমেরিন অভিযানের প্রেস কভারেজ এবং ডুবে যাওয়া নৌকায় দারিদ্র্যপীড়িত অভিবাসীদের জন্য মিডিয়ার আগ্রহের অভাবই আপনাকে বলে দেবে যে আমরা কোন দুনিয়ায় বাস করছি।

যুক্তরাষ্ট্রে ভারতকে গুরুত্ব দেয়া হলেও, প্রধানমন্ত্রী মোদীকে যেসব প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীই এখন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যমগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ খবর। ভারতের সঙ্গে একাধিক চুক্তি স্বাক্ষর, দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির আশ্বাস, গণতন্ত্র নিয়ে আলোচনা - এসব খবর যেমন তাতে আছে, তেমনই গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে মি. মোদীর উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু রাজনীতিবিদ যেসব প্রশ্ন তুলেছেন, সেগুলিও।

ভুবন
প্রাবন্ধিক

আবার মি. মোদীর সফরকালে যেসব প্রতিবাদ হয়েছে, তাও জানাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যমগুলো।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন ভারতের বাজার এবং চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতকে পাশে পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা থেকেই সামরিক, বেসামরিক, গবেষণা ইত্যাদি নিয়ে যেমন চুক্তি হয়েছে, তেমনই নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালে ভারতে যেভাবে ভিন্নমত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব হয়েছে, বা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপরে নির্যাতন বেড়েছে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিরিখে অনেকটা পিছিয়ে গেছে ভারত, সেইসব প্রশ্ন বেসরকারি মহল এবং রাজনীতিবিদদের তুলতে বাধাও দেয় নি জো বাইডেন প্রশাসন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর যৌথ ঘোষণার পরে বিশ্লেষকদের কেউ কেউ মনে করছেন দুই দেশের প্রতিরক্ষা বিষয়ক সম্পর্কে মি. মোদীর এই সফর মাইলফলক হয়ে থাকবে। আটলান্টিক কাউন্সিলের সিনিয়র ফেলো ইরফান নূরুদ্দিন মনে করছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তির দিকে ভারতের ঝুঁকে পড়ার অর্থ হল এবার চীনকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি যুঝতে হবে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগী দেশ দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে চীনকে। আর এখন ভারত মহাসাগর অঞ্চলেও যুক্তরাষ্ট্র আর ভারতের যৌথ প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়তে হবে চীনকে। আবার ভারত সীমান্তেও যুক্তরাষ্ট্রের কারিগরি সহায়তা নিয়ে তৈরি হওয়া সরঞ্জাম থাকবে, সেখানেও চীনের সামনে কঠিন লড়াই।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে গত নয় বছরে যিনি কোনও সাংবাদিককে প্রশ্ন করার সুযোগই দেন নি, সেই নরেন্দ্র মোদীকে এবার যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে ২০১৬ সালে একবার মাত্র তিনি সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন, কিন্তু সেখানেও কারও কোনও প্রশ্ন করার সুযোগ ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ সম্মেলন নিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলিতে লেখা হয়েছে যে সফরের জন্য বিমানে ওঠার আগে পর্যন্তও মি. মোদী সংবাদ সম্মেলনে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের চাপে তাকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়।

তার উদ্দেশ্যে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সাংবাদিক সাবরিনা সিদ্দিকি প্রশ্ন করেছিলেন যে মুসলমানসহ সংখ্যালঘুদের অধিকার উন্নত করতে এবং ভারতে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে কী কী পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত নরেন্দ্র মোদীর সরকার।

মি. মোদী তার জবাবটা শুরুই করেন এইভাবে, আমি অবাক হচ্ছি এটা শুনে যে আপনি বলছেন লোকে বলে... না ভারত আসলেই একটি গণতন্ত্র। প্রেসিডেন্ট বাইডেন যেমন বলছিলেন ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্র দুই দেশেরই ডিএনএতে গণতন্ত্র আছে।

নরেন্দ্র মোদী আরও বলেন যে ভারতে জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম বা লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্যের কোনও স্থান নেই।

নরেন্দ্র মোদী যখন রাষ্ট্রীয় অতিথির সম্মান পেয়ে কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছেন বা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে নানা চুক্তি চূড়ান্ত করছেন, সেই সময়েই ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘুদের নিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা।

সিএনএনের জনপ্রিয় উপস্থাপিকা ক্রিশ্চিয়ান আমানপুরকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে মি. ওবামা বলেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা হলে তিনি কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন।

মি. ওবামার কথায়, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতে মুসলমানদের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা হয়। আমার সঙ্গে যদি মি. মোদীর কথা হতো তাহলে আমি বলতাম যে আপনি যদি সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষিত না রাখতে পারেন তাহলে ভবিষ্যতে বিভাজন আরও বাড়বে। এটা ভারতের স্বার্থের বিপরীতেই যাবে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া হয়েছে ভারতের সামাজিক মাধ্যমে।

কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনেৎ মি. ওবামার ওই সাক্ষাতকারের একটি অংশ টুইট করে মন্তব্য করেছেন মি. মোদীর বন্ধু বারাক ওবামা একটা বার্তা দিয়েছেন। মনে হচ্ছে তিনিও বোধহয় মি. মোদীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অন্তত ভক্তরা তো সেই দাবী করতেই পারে।

অর্পিত মারওয়াহ নামে এক টুইট ব্যবহারকারী লিখেছেন, যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে হোয়াইট হাউসে স্বাগত জানানো হচ্ছে, ওবামা জেনে শুনেই অপপ্রচার চালাচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ওপরে পুরোপুরি ভরসা করা যায় না। তারা একই সঙ্গে দুটো পক্ষের (দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী) মানুষদেরই খুশি করছে।

মি. সিনহা নামে আরেক টুইট ব্যবহারকারী লিখেছেন, বারাক হুসেইন ওবামার শাসনকালে যুক্তরাষ্ট্র লাখো মুসলমানকে হত্যা করিয়েছেন, ডজনখানেক ইসলামী দেশ ধ্বংস হয়ে গেছে.. সবই জ্বালানি তেলের প্রয়োজনে.. আর এখন তিনি ভারতের মুসলমানদের নিয়ে কথা বলার সাহস দেখাচ্ছেন।

নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা যে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিবিদ বা সংবাদ মাধ্যমগুলোই করছে, তা নয়।

মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালও এক বিবৃতি দিয়ে বলেছে মি. মোদীর শাসনকালে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এগুলির মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপরে সহিংসতার ঘটনাও রয়েছে।

প্রশ্ন উঠছে একদিকে যুক্তরাষ্ট্র যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রীয় অতিথির সম্মান দিচ্ছে, হোয়াইট হাউসে স্বাগত জানানো হচ্ছে, কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছেন মি. মোদী, তখন সেদেশের ভেতরেই কেন তিনি সমালোচিত হচ্ছেন?

কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক ইমন কল্যান লাহিড়ীর কথায়, মি. মোদীর যুক্তরাষ্ট্র সফর নিয়ে যেসব আলোচনা হচ্ছে, তার দুটো দিক আছে। প্রথমত এই সফরের সার্থকতা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরতে চেয়েছেন যে ভারতের গণতন্ত্র সুরক্ষিতই আছেন, তা ক্ষুণ্ণ হয় নি। অন্যদিকে চীনের প্রভাব আটকানো এবং এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তাদের যে বিস্তার, তার মোকাবিলা করতে গেলে ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন।

তাই ভারতকে যেমন অস্বীকার করার জায়গায় নেই যুক্তরাষ্ট্র, আবার তাদের দেশের ভাবমূর্তি যেন তাদের দেশের মানুষের কাছে ক্ষুণ্ণ না হয়, তাই মি. মোদীর বিরুদ্ধে সমালোচনাগুলোকেও সামনে আসতে দেওয়া হচ্ছে, বলছিলেন অধ্যাপক লাহিড়ী।

সেজন্যই ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফর চলাকালে এরকম একটা দ্বৈত নীতি নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, এমনটাই মত অধ্যাপক ইমন কল্যাণ লাহিড়ীর।

সামযিকী

সমালোচনার পরও ভারতের গণতন্ত্রের প্রশংসায় বাইডেন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রকাশ্যে ভারতের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রশংসা করলেন। একই সময়ে কড়া সমালোচনা করলেন চীনের। প্রশংসা করলেন ভারতের এমন একজন নেতার, যাঁর বিরুদ্ধে নিজ দেশে ব্যাপক নিপীড়নমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। তিনি হলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন। গত বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে দুই নেতার মধ্যে বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে আসেন তাঁরা। সেখানে ভিন্ন মতাবলম্বী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর মোদি সরকারের দমনপীড়নের বিষয়ে মানবাধিকার গ্রুপগুলোর অভিযোগ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। জবাবে প্রেসিডেন্ট বাইডেন ভারত ও চীনের মধ্যে তুলনা করলেন। মানবাধিকার প্রশ্নে চীনের তুলনায় ভারত কতটা উঁচুতে সেটা বললেন। সম্প্রতি তিনি চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংকে 'স্বৈরশাসক' বলে উল্লেখ করেছেন।

টলিউস ওলোরুনিপা
কলামিস্ট

সংবাদ সম্মেলনে বাইডেন বলছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি, যুক্তরাষ্ট্র-চীনের সম্পর্ক আর যুক্তরাষ্ট্র-ভারতের সম্পর্কের জায়গা এক রকম নয়। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত দুই দেশই গণতান্ত্রিক। আমাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে।'

বাইডেন বলেন, 'আমাদের দুই দেশের গণতন্ত্র ও জনগণের চরিত্র একই। একইভাবে আমাদের বৈচিত্র্য, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের সারল্য, সহিষ্ণুতা, বহুত্ববাদও প্রায় অভিন্ন।' সংবাদ সম্মেলনে বাইডেনের পাশাপাশি মোদিও সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন। তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্টের মন্তব্য টেনে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের ডিএনএতে রয়েছে গণতন্ত্র। তিনি বলেন, তাঁর দেশের মূল্যবোধ হচ্ছে জাতপাত, ধর্মীয় বিশ্বাস, বয়স বা যেকোনো ধরনের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে কারও প্রতি কোনো ধরনের বৈষম্য করা হয় না।

বাইডেন চীনের প্রেসিডেন্টকে 'স্বৈরশাসক' বলতে গিয়ে মোটেই সুর নরম করলেন না। যুক্তরাষ্ট্র-চীনের সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বললেন, তিনি মনে করেন, সির বিষয়ে এটাই হচ্ছে আসল কথা। এ কথা থেকে তিনি নড়ছেন না। তাঁর এই বক্তব্যে ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে, এমন অনুমান খারিজ করে বাইডেন বলেন, তিনি সির সঙ্গে শিগিগরই সাক্ষাৎ করার পরিকল্পনা করছেন। তিনি মনে করেন, তাঁর মন্তব্যের 'প্রকৃত কোনো পরিণতি নেই'। অধিকাংশ মানবাধিকার গ্রুপ চীনকে একটি কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র হিসেবে দেখে থাকে। অন্যদিকে ভারতকে তারা এখন দেখে থাকে ত্রুটিপূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে। এই দেশের নেতারা ক্রমশ বিতর্কিত পদক্ষেপ নিচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্র চীনের বিরুদ্ধে ভারতকে গুরুত্বপূর্ণ মিত্র হিসেবে চায়। তা ছাড়া বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র ও স্বৈরশাসনের মধ্যে লড়াইয়ে বাইডেন যে মোদিকে পাশে চান, সেটা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি তাঁর প্রশংসাবান থেকে কিছুটা আন্দাজ করা যায়। হোয়াইট হাউসে বাইডেনের সহকর্মীরা বলছেন, মোদির রাষ্ট্রীয় সফরের সময় তাঁকে নিয়ে বাইডেনের ব্যস্ততা ছিল চোখে পড়ার মতো। মোদির সঙ্গে তাঁর সাড়ম্বরপূর্ণ সাক্ষাৎ এবং প্রযুক্তি, কূটনীতি ও প্রতিরক্ষা বিষয়ে বেশ কয়েকটি চুক্তি দেখে বোঝা যাচ্ছে, বিশ্বমঞ্চে দিন দিন ভারতের ভূমিকা বাড়ছে। এ অবস্থায় বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার যে একটা আকাঙ্ক্ষা ওয়াশিংটনের রয়েছে, সেটা গোপন করেননি বাইডেন। মোদিও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাঁর দেশের অবস্থানকে আরও জোরালো করতে চান। হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তারা বলছে, মোদির এই আকাঙ্ক্ষায় আদতে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থও জড়িত। বৃহস্পতিবার মোদি ওভাল অফিসে বাইডেনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন, কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিয়েছেন, রাষ্ট্রীয় নৈশভোজে অংশ নিয়েছেন। গতকাল শুক্রবার তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে যোগ দেন।

কোলহান সহ রাজ্যের সকল রেল স্টেশনে পুনঃ বাংলায় ফলক লেখার দাবি

ঝাড়খণ্ড রাজ্যের প্রতিটি জেলার রেল স্টেশনে এক সময় বাংলায় ঘোষণা হতো এবং ফলক বাংলায় লেখায় লেখা থাকতো কিন্তু ঘোষণা দুরস্ত ফলক গুলোয় বাংলার জায়গা হচ্ছে না যা আমরা গালুডিহ, চাকুলিয়া, হলুদপুকুর রেল স্টেশনে দেখতে পাচ্ছি। আজ ২৪ শে জুন, শনিবার, ২০২৩ বঙ্গীয় সংস্থাদের পক্ষ থেকে কোলহান সহ রাজ্যের সকল রেল স্টেশনে পুনঃ বাংলায় ফলক লেখার দাবি জানিয়ে ঝাড়খণ্ডের রাজ্য সভার সাংসদ ডাঃ মহুয়া মাজি মহাশয়াকে রাঁচির ঐতিহ্যশালী ইউনিয়ান ক্লাবের সম্পাদক শ্রী সেতাঙ্ক সেন মহাশয় মাননীয়ার বাসভবনে গিয়ে দাবি পত্র তুলে দেন। রাজ্য সভার মাননীয়া সাংসদ মহাশয়া দ্রুত সমস্যা সমাধানের ত্রুটিহীন চেষ্টা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

মাতাজী আশ্রমের আঠ দিবসীয় রামকৃষ্ণ কথামৃত উৎসব ৭জুলাই ২০২৩ থেকে ১৪জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত

এ যুগের ভাগবত হলো শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।এই কথামৃত যিনি লিখেছেন তাঁর নাম হলো শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত ওরফে শ্রী ম।মহেন্দ্র গুপ্ত এ যুগের ব্যাসদেব।কথামৃত লিখে তিনি ধর্ম জগৎ কে এক অমূল্য সম্পদ উপহার দিয়েছেন।তাঁর জন্মদিন হলো ১৪জুলাই।তাঁর জন্মদিন কে স্মরন করে হাতার মাতাজী আশ্রম পরিবার প্রতি বছর ৭ জুলাই থেকে ১৪জুলাই আঠদিন ব্যাপী গ্রামে গ্রামে কথামৃত উৎসব পালন করে থাকে। কথামৃত কে নিয়ে উৎসব ভারতবর্ষে আর কোথাও পালন করা হয় বলে জানা নেই।মাতাজী আশ্রমের উদ্দেশ্য ভগবান রামকৃষ্ণ দেবের অমৃতময় বাণী ও কথা মানুষের কাছে পৌঁছানো ও ধর্ম ও ঈশ্বর কে নিয়ে বিবাদ,হিংসা,ঘৃণা,মত ভেদ দূর করা।ধার্মিক একতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন করা ও মানুষের মনে ঈশ্বর প্রীতি ও ভক্তি জাগরিত করা।এ বছর মাতাজী আশ্রমের কথামৃত উৎসব ১৫ বছরে পা দিলো।এ বছরের কথামৃত উৎসবের বিবরন নিম্ন লিখিত,,,,

১.৭৭২০২৩,,,,শুক্রবার, হাতা , সন্ধ্যা, সাড়ে ছটায় আয়োজক,, সুধাংশু শেখর মিশ্র।
২.৮৭২০২৩ শনিবার,,,জামবনী গ্রামে, সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় আয়োজক,,পল্লী মঙ্গল ক্লাব,জামবনী।
৩.৯৭২০২৩ রবিবার,, এদল গ্রামে, সন্ধ্যা, সাড়ে ছটায়,, আয়োজক, অংশুমান সাহু(মিঠুন সাহু)।
৪.১০৭২০২৩ সোমবারহাতা, সন্ধ্যা, সাড়ে ছটায়, আয়োজক, ছবি রানী সরকার।
৫.১১৭২০২৩মঙ্গলবার বড় ভুমরি গ্রামে, সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়, আয়োজক, রিনা,রিতা ও বিমল মণ্ডল।
৬.১২৭২০২৩বুধবার চালিয়ামা গ্রামে, সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়,,আয়োজক,,স্বর্গীয় অসিত মণ্ডলের পরিবার।
৭.১৩৭২০২৩ বৃহস্পতিবার মাতাজী আশ্রম হাতা,সন্ধ্যা,,সাড়ে ছটায় আয়োজক,,মাতাজী আশ্রমের ভক্তগন।
৮.১৪৭২০২৩ শুক্রবার স্থান, রসুনচোপা, সময়, সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়, আয়োজক, সন্তোষ মণ্ডল ও বেলা রানী মণ্ডল।

এই দিনে মহেন্দ্র গুপ্তের জন্মদিন পালন ও কথামৃত উৎসবের সমা পন হবে। এই আঠ দিবসীয় রামকৃষ্ণ কথামৃত উৎসবে মাতাজী আশ্রম পরিবারের পক্ষ থেকে সকল ভক্তদের সাদরে এগ্রিম আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। প্রতিবেদক, সুনীল কুমার দে,সঞ্চালক মাতাজী আশ্রম,হাতা।

জানা অজানা

সুনীল কুমার দে দ্বারা রচিত মহাতীর্থ মুক্তেশ্বর ধাম হরিনা পুস্তকটির অন্তিম রূপ দেওয়া হলো

আগামী ১৪ অক্টোবরে বই টি উন্মোচিত হবে

ঝাড়খণ্ডের প্রসিদ্ধ কবি ও লেখক সুনীল কুমার দে মহাতীর্থ মুক্তেশ্বর ধাম হরিনা নামে একটি ইতিহাসিক ও ধার্মিক পুস্তক রচনা করেছেন।আজ তারিখ ২৩ জুন ২০২৩ সকাল ১০ টায় হরিনার মুক্তেশ্বর ধামে লেখক সুনীল কুমার দে মন্দিরের পূজারী,সঞ্চালন সমিতি ও ভক্তদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন ও বৈঠকে পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সবাই কে পড়ে শুনান।সুনীল বাবুর বই শুনে সবাই খুশি হন ও তাঁর পরিশ্রমের প্রসংশা করেন।সর্ব সম্মতি তে বৈঠকে পুস্তক টিকে প্রকাশ করার জন্য অনুমতি প্রদান করেন।পুস্তকে লেখক মুক্তেশ্বর ধামের ইতিহাস,বাবার মহিমা, পূজারীদের বিবরণ,মুক্তেশ্বর ধামের মন্দির গুলোর বিবরণ, ক্রিয়া কলাপ,উৎসব,অনুষ্ঠানের বিবরণ,যাতায়াতের বিবরন প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন।বইটি ভক্তদের জন্য ও পর্য্যটকদের গাইডের কাজ করবে।সবশেষে সুনীল বাবু বইটি লেখার জন্য যারা সহযোগ করেছেন তাদের সবাই কে ধন্যবাদ দিলেন।বইটি আগামী ১৪ ই অক্টোবর ২০২৩ মহালয়ার দিনে হরিনা মুক্তেশ্বর ধামে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে উন্মোচন করা হবে।বৈঠকে সুনীল কুমার দে ছাড়াও সুধাংশু শেখর মিশ্র,জয় হরি সিং মুন্ডা,শিশির মণ্ডল,উজ্জ্বল মণ্ডল,মুকুল মণ্ডল,প্রভাত মণ্ডল,বজরঙ্কন দণ্ডপাট,অম্বুজাক্ষ দণ্ড পাঠ, বিকাশ পান্ডা,কমলা কান্ত নায়ক,শক্তি পদ দাস,রিড়ু মাহাতো আদি উপস্থিত ছিলেন।

পাঠকের চিঠি

এই মুখেই সব আছে

এই মুখেই সব কিছু আছে,গালি আছে ভালোবাসা আছে,নিন্দা আছে প্রশংসা আছে,নাম আছে বদনাম আছে,কটু কথা আছে ভালো কথা আছে,মধু আছে বিষ আছে,ভালো আছে মন্দ আছে।এই মুখের কথাতেই মানুষ বন্ধু হয় আবার শত্রু ও হয়।এই মুখের কথাতেই পর আপন হয় আবার আপন পর হয়,এই মুখের কথাতেই ভালোবাসা ও সম্মান পাওয়া যায়, এই মুখের কথাতেই ঘৃণা ও নিন্দা পাওয়া যায়।এই মুখেই মানুষ কে আঘাত করা হয় ও দুঃখ দেওয়া হয়,এই মুখেই আবার আনন্দ দেওয়া হয় অপর কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়। সুতরাং সব কিছু এই মুখেই আছে।তাই এমন কথা মানুষ কে বলা উচিত নয় যাতে মানুষের কষ্ট হয়,দুঃখ হয়,মানুষ ব্যথা পায়।কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলতে নেই।যদি পারা যায় তো কারো ভালো কর মন্দ নয়,নাম করো বদনাম নয়,প্রশাংশা করো নিন্দা নয়,ভালোবাসা দাও ঘৃণা নয়।এই দুদিনের জীবনে কিসের এতো মান অভিমান,কিসের এতো অহংকার,কিসের জন্য শত্রুতা।তাই ভালোবাসা দাও ও ভালোবাসা পাও,সম্মান দাও সম্মান পাও।সারদা মায়ের কথায়, এই জগতে কেউ পর নয় প্রেমে জগৎ তোমার।স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, প্রেমই অসম্ভব কে সম্ভব করে। এই জগত প্রেমিকের উপর উন্মুক্ত।প্রেমিক হও জগৎ তোমার পায়ের তলায় আসবে।তাই কারো বদনাম করে নাম পাওয়া যায় না,ভালো কাজ করে ও ভালোবাসা দিয়ে নাম পাওয়া যায় ও সম্মান পাওয়া যায়। **সুনীল কুমার দে,পোটকা**

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

আজ সেই কুখ্যাত কালা দিবস ⁻ ৪৮ বছর আগে ২৫শে জুন দেশজুড়েজারি হয়েছিল জরুরী অবস্থা

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ ২৫শেজুন ১৯৭৫ ⁻ ভারতীয় গনতন্ত্রের ইতিহাসে এক কলঙ্কিত দিন আর পরবর্তী ২১ মাস এক কালা অধ্যায়। ভারতে জরুরি অবস্থা ছিল ২৫শেজুন ১৯৭৫ থেকে ২১শে মার্চ ১৯৭৭ পর্যন্ত ২১মাসের সময়কালের জন্য,যখন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সারা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন । সংবিধানের ৩৫২ অনুচ্ছেদের অধীনে রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলী আহমেদ কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে জারি করা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এর কারণে জরুরি অবস্থা ২৫শেজুন ১৯৭৫ থেকে কার্যকর হয়। আদেশটি প্রধানমন্ত্রীকে ডিক্রি দ্বারা শাসন করার ক্ষমতা প্রদান করে, সাধারণ নির্বাচন বাতিল এবং নাগরিক স্বাধীনতা স্থগিত করার অনুমতি দেয়। জরুরী অবস্থার বেশিরভাগ সময়, গান্ধীর রাজনৈতিক বিরোধীদের বেশিরভাগকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল এবং প্রেস সেন্সর করা হয়েছিল । তাঁর ছেলে সঞ্জয় গান্ধীর নেতৃত্বে ভ্যাসেকটমির জন্য একটি গণ প্রচারণা সহ সেই সময় থেকে আরও বেশ কয়েকটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের খবর পাওয়া গেছে।. জরুরী অবস্থা তার স্বাধীনতার পর থেকে ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম বিতর্কিত সময় । জরুরি অবস্থা জারি করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ইন্দিরা গান্ধী দ্বারা প্রস্তাবিত হয়েছিল, ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্বারা সম্মত হয়েছিল এবং ১৯৭৫ সালের জুলাই থেকে আগস্ট পর্যন্ত মন্ত্রিসভা এবং সংসদ দ্বারা অনুসমর্থিত হয়েছিল। এটি এই যুক্তির উপর ভিত্তি করে যে আসন্ন অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক হুমকি ছিল।

এই জরুরি অবস্থা ভারতবর্ষের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে হরণ করেছিল। তাই বলা হয়, ভারতবর্ষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে ইন্দিরা গান্ধী প্রবর্তিত জরুরি অবস্থা এক কলঙ্কিত অধ্যায়। আজথেকে৪৮ বছর আগে, ১৯৭৫ সালের ২৫জুন গভীর রাতে জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার পরের দিন ২৬ জুন অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে তৎকাজলীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কণ্ঠে বেজে ওঠে অযথা আতঙ্কিত হবেন না। রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা জারি করেছেন। আগের রাতে তৎকারলীন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদকে দিয়ে জরুরি অবস্থার নির্দেশনামা স্বাক্ষর করান ইন্দিরা। রেডিওতে তাঁর ওই ঘোষণার আগে পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনেক সদস্যেরই জানা ছিল না দেশে এমন ঘটনা ঘটতে চলেছে।

২৬ জুন ১৯৭৫ সকালে জরুরি অবস্থা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর অভাবনীয় আক্রমণ নেমে এসেছিল। তাই দেখা গিয়েছিল যে, সারা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণার সঙ্গে সরকারি আদেশগুলিকে বিচারবিভাগের আওতার বাইরে রেখে রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে সেভাবে ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হননি, বিনা বিচারে যেকোনো ব্যক্তিকে জেলে পুরে রাখার জন্য নতুন করে মিসা অর্ডিন্যান্স হিসাবে চালু হয়েছিল যা তিন সপ্তাহের মধ্যে তিনবার সংশোধিত হয়েছিল। এমনকি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বক্তৃতার স্বাধীনতা, সংগঠন ও জমায়েতের অধিকার, ধর্মঘটের অধিকার, বিক্ষোভপ্রতিবাদের অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। অনেক রাজ্যে ছাত্র ইউনিয়ন ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। শ্রমিক, কর্মচারী, খেতমজুর, কৃষক, সাধারণ মানুষকে বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে দূরে রাখা হয়েছিল মিশা, ডি. আই. আর ইত্যাদি আইনে গ্রেপ্তার ও জেলে পুলিশি অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে। বলাবাহুল্য, এক বিরাট পুলিশরাজ আত্মপ্রকাশ করেছিল সেইসময়।

পাশাপাশি শুরু হয়েছিল শিল্পসংস্কৃতির ওপর নিষেধাজ্ঞা ও অত্যাচার। তাই ১৯৭৫ সালে বহু নাট্যকর্মীর ওপর নৃশংস অত্যাচার নেমে এসেছিল। চলচ্চিত্র জগতও ভীষনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বহু ছায়াছবির দৃশ্য অযৌক্তিকভাবে কাটা হয়,বহু সংলাপ সেন্সর হয়, অনেক ফিল্ম আটক করা হয়, এমনকি পুড়িয়ে ফেলে হয় পাশাপাশি দূরদর্শনে চলতি ছবিগুলি দেখানো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং সাথে জনপ্রিয় নায়ক নায়িকাদের টেলিভিসন পর্দায় আসতে বাধ্য করা হয়। যারা বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের ছবি আর মুক্তি পায়নি।এমনকি, চলচ্চিত্রের এককালের বিশিষ্ট অভিনেতা ও জনপ্রিয় গায়ক কিশোর কুমারগাঙ্গুলী'র র হিন্দি ছবিতে কাজ করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিলশুধু তাই নয়, যুব কংগ্রেস আয়োজিত দিল্লির সংগীত সন্ধ্যায় তিনি অংশগ্রহণ করেননি বলে তাঁর রেডিও প্রোগ্রামও বাতিল করা হয়েছিল। এর সঙ্গে চলে বিভিন্ন ধরনের গান, কবিতা, উপন্যাস, ছোটোগল্প ইত্যাদির ওপরে

সেন্সরশিপের কাঁচি। এমনকি নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথের গান এবং কবিতার প্রচারেও সেন্সর আরোপ করা হয়েছিল। এইভাবে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারটুকু সম্পূর্ণভাবে হরণ করেছিল।জরুরি অবস্থা কিভাবে ভারতবর্ষের শিল্পসংস্কৃতির কণ্ঠরোধ করেছিল। তবে এই সব কিছুকে ছাপিয়ে যে বিষয়টি সকল ভারতবাসীর মনে সবচেয়ে বেশি দাগ কেটে রয়েছে।

সদ্য গত ১৮ই জুন সম্প্রচারিত 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের ১০২তম পর্বে ইন্দিরা গান্ধী জমানার 'জরুরি অবস্থা'র কথা মনে করিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, 'ভারতের ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায় ছিল জরুরি অবস্থা।' মোদী বলেন, 'গণতন্ত্রের জন্ম হয়েছিল এই ভারতেই। আমরা ২৫ জুন তারিখটা কখনও ভুলব না। সেদিন এই দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল। এটা ভারতীয়দের ইতিহাসের কালো অধ্যায় ছিল। লাখ লাখ মানুষ নিজের সর্বশক্তি দিয়ে এই জরুরি অবস্থার বিরোধিতা করেছিল। গণতন্ত্রের সমর্থকদের ওপর অত্যাচার চালানো হয়েছিল। আজ আমরা আজাদি কা অমৃত মহোৎসব পালন করছি। এই আবহে এই ধরনের অপরাধের কথা আমাদের মনে রাখা উচিত। এটাই আমাদের নয়া প্রজন্মকে গণতন্ত্রের আসল অর্থ বোঝাতে সাহায্য করবে।'

আসুন জেনে নিই ইমার্জেন্সিকী ও কেন ভারতের সংবিধানে আমরা তিন ধরনের ইমার্জেন্সির উল্লেখ পাই।

জাতীয় ইমার্জেন্সি

সংবিধানের ৩৫২ (১) ধারা অনুসারে জাতীয় ইমার্জেন্সি ঘোষণা করা হয় । যদি দেশের সুরক্ষার উপর কোন আঘাত আসে অথবা দেশের কোন অংশে আইন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পরে তাহলে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অনুরোধে জাতীয় ইমার্জেন্সি ঘোষণা করতে পারেন ।স্বাধীন ভারতে মোট তিনবার জাতীয় ইমার্জেন্সি ঘোষিত হয়েছিল । ১৯৬২ সালে যখন ভারত চীন যুদ্ধ হয়,১৯৭১ সালে যখন ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হয় এবং ১৯৭৫ সালে যখন ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন । তবে এদের মধ্যে সব থেকে ভয়ঙ্করতম ছিল ১৯৭৫ সালের ইমার্জেন্সি। ১৯৭৫ সালে ২৫ শে জুন দেশের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় ইমার্জেন্সি ঘোষণা করেন । যা ২১ মাস ধরে চলে । ইমার্জেন্সি ঘোষিত হলে মানুষ তার মৌলিক অধিকার পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয় ।

রাজ্যের সাংবিধানিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়া ⁻

সংবিধানের ৩৫৬ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি কোন রাজ্যে ইমার্জেন্সি ঘোষণা করতে পারেন । রাজ্যপালের দেওয়া রিপোর্ট অনুসারে অথবা যদি রাষ্ট্রপতি নিজেও মনে করেন রাজ্যের আইনব্যবস্থা ভেঙ্গে পরেছে এবং সেই অবস্থা সামলানোর ক্ষমতা রাজ্য সরকারের নেই সেক্ষেত্রে এই ইমার্জেন্সি ঘোষণা হতে পারে । সাধারনত তিনটি কারণে এই ইমার্জেন্সি ঘোষিত হতে পারে । রাজ্যের আইন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পরলে , রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হলে অথব প্রশাসনিক দুর্নীতি চরম পর্যায়ে গেলে । ইমার্জেন্সি ঘোষিত রাজ্য পরিচালনার সমস্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির অধীনে চলে যায় । ৩৫৬ ধারা অনুসারে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বহুবার ইমার্জেন্সি ঘোষিত হয়েছে ।

অর্থনৈতিক ইমার্জেন্সি ⁻

সংবিধানের ৩৬০ ধারা অনুসারে অর্থনৈতিক ইমার্জেন্সি ঘোষিত হতে পারে । রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন সমগ্র দেশের অথবা দেশের কোন অংশের অর্থব্যবস্থা ভেঙ্গে পরেছে সেক্ষেত্রে তিনি এই ধারা প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ইমার্জেন্সি ঘোষণা করতে পারেন । অর্থনৈতিক ইমার্জেন্সি ঘোষিত হলে কেন্দ্রের কার্যনির্বাহী কতৃপক্ষ রাজ্যকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারে । স্বাধীনতার পরবর্তীকালে কখনই অর্থনৈতিক ইমার্জেন্সি ঘোষিত হয়নি ।

২৫ শে জুন কেন কালা দিবস পালন করা হয়?

১৯৭৫ সালের ২৫ শে জুন ঘোষিত হওয়া জাতীয় ইমার্জেন্সিকে আলাদাভাবে বলতেই হয় । কেন এই দিনটিকে কালাদিবস বলা হচ্ছে ?

শুরু করা যাক ১৯৭১ সাল থেকে । বিপুল ভোটে রেকর্ড আসনে জয়ী হয়ে দেশের সরকার গঠন করলেন ইন্দিরা গান্ধী । দেশের মানুষের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা তাঁর । সেইসময় এমনই বলা হত ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া ইজ ইন্দিরা । কিন্তু কি এমন হল ৪ বছর গড়াতে না গড়াতেই জাতীয় ইমার্জেন্সি ঘোষণা করতে হল ?

আসলে ১৯৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধী দেশের সরকার গঠন করার পর নিজেকে সর্বেসর্বা ভাবতে শুরু করেন এবং নিজের ইচ্ছাধীনভাবে সরকার চালাতে থাকেন, যারফলস্বরূপ ধীরে ধীরে জনগণের মধ্যে বাড়তে থাকে ক্ষোভ। অন্যদিকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে একটি মামলায় বিচারক জগমোহন সিনহা রায় দেন ইন্দিরা গান্ধী ভোটে জেতার জন্য সরকারী ক্ষমতার অন্যায়ভাবে অপব্যবহার করেছেন,যে কারণে বিচারক তাঁর জেতা লোকসভা আসনকে বাতিল করেন এবং ইন্দিরা গান্ধীকে পরবর্তী ছয়বছরের জন্য যেকোন ভোটে দাঁড়ানো থেকে ব্যান করা হয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধী সুপ্রিম কোর্টে আর্জি করেন । ১৯৭৫ সালের ২৪ শে জুন সেখানেও এই রায়কে আংশিকভাবে বহাল রাখা হয়।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় বেরোনোর ১৩ দিন পর অর্থাৎ ২৫শে জুন বিরোধী দলগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, তাঁরা এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সারা দেশে এক সপ্তাহব্যাপী শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ দেখাবে এবং ঐ দাবি জানাতে তাঁরা একদিন প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতেও যাবে। কিন্তু বিরোধী দলগুলি এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বেছে নিয়েছিলেন মানুষের অধিকার হরণের রাস্তাটিকে। আসলে নেতৃত্ব ও ক্ষমতা হারানোর ভয়ে তিনি এতটাই আতঙ্ক হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর প্রতিটি কাজের মধ্যে ভীত ও সন্ত্রস্ত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। আর সেই কারণে দলের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি যে স্বৈরতান্ত্রিক আধিপত্য কায়েমের চেষ্টা করে আসছিলেন, সেটা আরও প্রবল হয়ে উঠেছিল। এমন অবস্থায় ক্ষমতাই থাকার ভবিষ্যৎ তাঁর যতই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল ততই তিনি ক্ষমতাই থাকতে চাইছিলেন। অর্থাৎ, সমস্যা সমাধানের কোনো কল্যাণকামী নীতি গ্রহণ তাঁর পক্ষে নেওয়া সম্ভব ছিল না, তাঁর বা তাঁর দলের শ্রেণিস্বার্থেই। তাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন এই রাস্তাটিকে। ইতিমধ্যে ২৫⁻এ জুন জয়প্রকাশ নারায়ণ দিল্লিতে ঘোষণা করেছিলেন যে, ইন্দিরা গান্ধী ভারতে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন এবং জনসাধারণকে এজন্য সতর্ক হতে বলেন ('দি টাইমসলন্ডন, ২৭ জুন, ১৯৭৫)। সেই ২৫ জুন রাত্রেই শুরু হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন স্থানে সি. পি. আই বাদে অন্য বিরোধী দলগুলির নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার। ২৬ জুন রাষ্ট্রপতি ফকিরুদ্দিন আলি আহমেদ সংবিধানের ৩৫২ নং ধারার, ১ উপধারা অনুসারে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন এবং বলেছিলেন 'a grave emergency exists whereby the security of India is threatend by internal disturbances.'। এর ফলে ভারতের রাজনীতিতে স্বৈরতন্ত্র একটা পাকাপাকি ভিত্তি পেয়ে গিয়েছিল। দেখা গিয়েছিল যে, দেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে ১৯৭৫⁻এর ১২ জুন এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় বেরিয়েছিল। মুলত এই রায়ে রাজনারায়ণের আনা মামলায় ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচনে দুর্নীতির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন এবং ৬ বৎসর পার্লামেন্টারি রাজনীতি থেকে বহিস্কৃত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি জগমোহনলাল সিংহ রায়বেরিলি লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হিসাবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার তিনি খারিজ করে দিয়েছিলেন। যাইহোক, এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় বেরোনোর দিনই গুজরাট বিধানসভার নির্বাচনের ফলাফল বেরিয়েছিল এবং তাতে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছিল।

এরপর দিনই ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় ইমার্জেন্সি ঘোষণা করেন । যারা সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রদর্শন করেন তাদের দলে দলে জেলে ঢোকানো হয় । কোনরকম পিটিশন কোর্টে দাখিল করতে দেওয়া হয়না ।

জাতীয় ইমার্জেন্সি ঘোষণার আগের দিন সকল সংবাদপত্রের অফিসের বিদ্যুৎ কেটে দেওয়া হয় ।জরুরি অবস্থা জারির পাশাপাশি দিল্লির সংবাদপত্রগুলির ছাপাখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল যাতে সংবাদপত্র ছাপতে না পারে তারপরের দুদিন। দেশের অভ্যন্তরীণ অশান্তি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য এই জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে বলে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল। আর তারফলে বাক স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মতো সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। এইসময় সংবাদপত্রে কোন কিছু ছাপতে গেলে আগে সরকারের অনুমতি নিতে হত । সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত সরকারের নিয়ন্ত্রনে চলে আসে । জাতীয় ইমার্জেন্সি ঘোষিত হওয়ার ফলে মানুষ তাঁর মৌলিক অধিকারগুলি থেকেও বঞ্চিত হয় । ইন্দিরা গান্ধী দাবী করেছিলেন, ওই সময় জাতীয় স্বার্থে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তখন মূলত তিনটি কারণে এমন পদক্ষেপ বলে যুক্তি দেখান হয়েছিল। প্রথমত, জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে যে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা দেশের নিরাপত্তা ও গনতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকারক। দ্বিতীয়ত পেছিয়ে পড়া মানুষদের স্বার্থে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের তাগিতে তা একান্ত দরকার হয়েছিল। তৃতীয়ত দেশকে দুর্বল করতে বিদেশি শক্তির নাক গলানোর বিষয়ে সতর্ক করতে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

এই ঘটনা প্রমান করে দেশের প্রধান যদি একনায়কতন্ত্রী হয় তাহলে তা দেশের জন্য কত বড় ক্ষতিকর । এইঘটনা এটাও প্রমান করে যে যতবড়ই একনায়কতন্ত্রী হোক না কেন দেশের মানুষ তাকে একটা না একটা সময় ছুড়ে ফেলবে আস্তা কুঁড়ে!

ইমার্জেন্সি চলে প্রায় ২১ মাস ধরে । ২১ মাস পর ইন্দিরা গান্ধী নিজেই ইমার্জেন্সি তুলে দেন এবং ভোট ঘোষণা করেন । হয়ত তিনি মনে করেছিলেন হয়ত সরকারী ক্ষমতার জোরে মানুষকে চুপ করিয়ে দিতে পারবেন! অন্ততপক্ষে তাঁর চাটুকারেরা হয়তো সেইধরনের কথায় বুঝিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধীকে । তাই হয়ত তিনি ভেবেছিলেন ভোট হলে তিনি আবার জয়ী হবেন ! কিন্তু এত বড় একনায়কতন্ত্রী শাসককে দেশের আপামমর জনগণ শায়েস্তা করে ১৯৭৭ সালে নির্বাচনে ফল ঘোষণা হতেই দেখা গেল ভয়ঙ্করভাবে পরাজয় ঘটল ইন্দিরা গান্ধীর । জয়ী হয় গণতন্ত্র, জয় হয় ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের জনসাধারন।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi, the 26th June 1975
—The following Proclamation of Emergency by the ...e, 1975, is published for general information :—
"PROCLAMATION OF EMERGENCY
...powers conferred by clause (1) of Article 352 ...hmed, President of India, by this ...by the security of ...

রাজনীতি এমনভাবে করা হয়েছে যাতে আজমলের সেনানি আজমলের চামচা দিশপুরে প্রবেশ করতে না পারে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে ১০২ টি কেন্দ্র ভূমিপুত্রদের জন্যে সংরক্ষিত হয়েছে, নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে কংগ্রেসকে নানা উপদেশ

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্বীকার করে নিয়েছেন যে তিনি রাজনীতি করেছেন। তবে তিনি এমনভাবে রাজনীতি করেছেন যাতে বদরুদ্দিন আজমলের সেনানি এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গরি দিশপুরে প্রবেশ করতে না পারে। ভারতীয় নির্বাচন কমিশন জারি করা পুনর্বিন্যাসের খসড়া নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে ১০২ টি কেন্দ্র ভূমিপুত্রদের জন্য সংরক্ষিত হয়েছে। তবে নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য কংগ্রেসকে বিভিন্ন টিপস তথা পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। লক্ষিমপুর লোকসভা কেন্দ্র ভিত্তিক বিশ্বনাথ এবং গোগামুখে আযোজিত বিজেপির মহা জনসম্পর্ক অভিযানের জনসভায় অংশগ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সভায় তিনি ডিলিমিটেশনের খসড়া সংক্রান্তে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, গত কয়েকদিন আগে অসাম সরকার এবং ভারত সরকারের প্রচেষ্টায় নির্বাচন কমিশন অসমের লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। এর ফলাফল হিসেবে অবশেষে এই সংক্রান্তে নির্বাচন কমিশনের তরফে খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে। এই খসড়া যদি সম্পূর্ণ হয় অর্থাৎ এই খসড়া যদি বাস্তব রূপ নেয় তাহলে ১০২ টি কেন্দ্রের উপর রাজ্যবাসীর গুরুত্ব থাকবে, অসমবাসী প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পারবেন। বিজেপি রাজ্যের জাতি মাটি ভেটির সংকল্প নিয়েছিল। এবার সেই জাতি মাটি ভেটির সুরক্ষিত করার সেই সংকল্প বাস্তব রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিজেপি এগিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন অসম যাতে কোনদিনও অপরিচিত ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হতে না হয় কিংবা অপরিচিত ব্যক্তির হাতে যাতে চলে না যায় সেটাই মূল কথা। রাজনৈতিক ভাবে ক্ষমতা যাতে সর্বদা অসমবাসীর হাতে থাকে সেদিকে কাজ করে চলেছে সরকার। অসম চুক্তি যে সুফল দেখাতে পারেনি, এনআরসি যেটা রাজ্যবাসীকে দিতে পারেনি সেটা এই কেন্দ্রে পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। এবার এই ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আগামী ৩০ বছর পর্যন্ত অসমবাসীকে সুরক্ষিত করে রাখার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অর্থাৎ অসম চুক্তি এবং এনআরসি যেটা করে দেখাতে পারেনি অবশেষে সেটা ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্ভবপর হয়ে উঠেছে বলে মতামত ব্যক্ত করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন রাজ্যের উপজাতিদের সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এমনকি ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়ার গোয়ালপাড়ার অধীনে তিনটি কেন্দ্র উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। সৃষ্টি করা হয়েছে একটি অসংরক্ষিত কেন্দ্র। তাছাড়া বিভিন্ন নতুন কেন্দ্র গঠনের প্রস্তাব রয়েছে। এর মাধ্যমে ৩০ বছর পর্যন্ত রাজ্যবাসীর স্বার্থ সুরক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছেন তিনি এই ধরনের রাজনীতি করেছেন তাতে তিনি এমনভাবে রাজনীতি করেছেন যাতে বদরুদ্দিন আজমলের সেনানি এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গরি দিশপুরে প্রবেশ করতে না পারে। অর্থাৎ আজমলের সেনানি আজমলের চামচা যাতে দিশপুরে প্রবেশ করতে না পারে সেই ধরনের রণকৌশলে এগিয়ে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। তবে অন্যদিকে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিকে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার নানা টিপস এবং পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি কংগ্রেসকে উদ্দেশ্য করে বলেন সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিদের ভোটের মাধ্যমে নয় বরং ভূমিপুত্র দের ভোটের মাধ্যমে জয়ী হওয়ার চেষ্টা করুক কংগ্রেস। তিনি বলেন রাজ্যের নির্বাচনে কোথাও বিজেপি জিতবে আবার কোথাও কংগ্রেসও জিততে পারে। কিন্তু অসমবাসী বেঁচে থাকতে হবে, রাজ্যবাসীর স্বার্থ সুরক্ষিত থাকতে হবে। ফলে নতুন মানুষ রাজ্যে না এনে কিংবা নতুন মানুষের উপর ভরসা না করে বরং রাজ্যবাসীর উপরেই ভরসা করেই কংগ্রেস নির্বাচনে জয়ী হওয়ার প্রচেষ্টা করুক। নতুন মানুষ এনে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার স্বপ্ন কংগ্রেসের বাদ দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তার পরিবর্তে কংগ্রেস যেন অসমীয়া অসমবাসী মধ্যে থেকে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে বলে পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

পাটনার আদলে অসমেও কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ১২ টি বিরোধী রাজনৈতিক দলের মিত্র জোটের কুঁচকাওয়াজ

২, ৩ জুলাই বরাক উপত্যকা সফর করে ডিলিমিটেশনের খসড়ায় দুটি কেন্দ্রের বিলুপ্তি নিয়ে বিজেপি বিরোধী ঐক্যমত গড়ে তোলার প্রস্তাব

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের দীর্ঘদিনের কঠোর প্রচেষ্টা এবং পরিশ্রমের ফলাফল। অবশেষে পাটনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রায় ১৭ টি বিরোধী রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতিতে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের এক বিশাল বৈঠক। এরই আদলে এবার অসমেও বেড়ে গেছে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বারটি রাজনৈতিক দলের মিত্র জোটের তৎপরতা। রীতিমতো বৈঠক করে এই মিত্রজোট ইতিমধ্যে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নিয়ে একাধিক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রয়েছে মিত্রজোটের প্রস্তাবিত বরাক উপত্যকা সফর। আগামী ২, ৩ জুলাই বরাক উপত্যকা সফর করে ডিলিমিটেশনের খসড়ায় দুটি কেন্দ্রের বিলুপ্তি নিয়ে বিজেপি বিরোধী ঐক্যমত গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করবে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন এই মিত্র জোট। প্রসঙ্গত সারা দেশ জুড়ে হৈচৈ সৃষ্টি করা বিহারের পাটনায় অনুষ্ঠিত প্রায় ১৭ টি বিরোধী রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতিতে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের বিশাল বৈঠক আপাতত সফল হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। তবে এটাকে সামনে রেখেই এবার রাজ্যে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইতিমধ্যে গঠিত হওয়া মিত্রজোটের তৎপরতা অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যার পর গুয়াহাটি মহানগরের হোটেল রয়েল দ্যা কাসাথ এ অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সহ মোট ১২ টি বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এদিন প্রথম আম আদমি পার্টি এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছে। মূলত ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে প্রকাশিত ডিলিমিটেশনের খসড়া নিয়ে আলোচনার জন্যই এই বৈঠক আযোজন করা হয়েছিল। বৈঠকে প্রায় দুই ঘণ্টার আলোচনার পর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো মূলত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তথা প্রস্তাব নিয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে এই বৈঠকে গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত অনুসারে আগামী ৩০ জুন মিত্র জোটের প্রতিনিধিরা শিবসাগর সফর করবেন। শিবসাগর জেলায় উপস্থিত হয়ে এই বারোটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন দল সংগঠনের সঙ্গে মতবিনিময় করার পাশাপাশি সাধারণ জনতা সঙ্গে কথা বলবেন। একইভাবে দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হিসাবে আগামী ২, ৩ জুলাই বরাক উপত্যকা সফর করে ডিলিমিটেশনের খসড়ায় দুটি কেন্দ্রের বিলুপ্তি নিয়ে বিজেপি বিরোধী ঐক্যমত গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করবেন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন এই মিত্র জোটের প্রতিনিধিরা। মূলত বরাক উপত্যকায় উপস্থিত হয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বারোটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন দল সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন। কেন বরাক উপত্যকা থেকে দুটি কেন্দ্র বিলুপ্তি ঘটানো হয়েছে সেই বিষয়ে শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে ঐক্যমত গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করবে এই মিত্র জোট। তবে বরাকের কোন কোন স্থানে এই প্রতিনিধি দল উপস্থিত হবে এবং কার সঙ্গে আলোচনা করবে সেটা পরবর্তীকালে প্রকাশ করা হবে বলে মিত্র জোটের তরফে জানানো হয়েছে। তাছাড়া তৃতীয় সিদ্ধান্ত হিসাবে কুকি জঙ্গি সংগঠনের মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্ক থাকার বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে সবিস্তার জানাতে আগামী ৭, ৮ জুলাই দিল্লি সফর করবে কংগ্রেস সহ বারোটি রাজনৈতিক দল। দিল্লিতে উপস্থিত হয়ে মিত্র জোটের প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এবং কুকি জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার যে গোপন সম্পর্ক রয়েছে সেই বিষয়ে সেই বিষয়ে তাকে সবিস্তার জানাবেন। এদিনের বৈঠকে মূলত এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তবে বারোটি রাজনৈতিক দলের বৈঠকে ডিলিমিটেশনের খসড়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে। তাছাড়া বিহারের পাটনায় এদিন অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় পর্যায়ে বিজেপি তথা মোদী বিরোধী ঐক্যমঞ্চের বৈঠক নিয়েও গুয়াহাটির এই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

দুই ম্যাচে ৮ গোল পাকিস্তানের জালে

বেঙ্গালুরু ঃ ভারতের কাছে ৪-০ গোলে হেরে এবারের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয়েছিল পাকিস্তানের। ওই ম্যাচটা অবশ্য একেবারে প্রস্তুতিহীন অবস্থায় খেলতে হয়েছিল পাকিস্তানকে। বেঙ্গালুরুতে পৌঁছায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মাঠে নেমে পড়তে হয়েছিল তাদের।

তিন দিন পর একই মাঠে আবার পাকিস্তান হেরেছে কুয়েতের কাছে, এবারও ৪-০ গোলেই। দুই ম্যাচে ৮ গোল খেয়ে সাফের গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় প্রায় নিশ্চিত পাকিস্তানের।

ভারত সফরের জন্য পাকিস্তান সরকারের অনুমতি পেতে বিলম্ব, এরপর ভিসা পেতে আরেক দফা দেরি, সব মিলিয়ে পাকিস্তান সাফে অংশ নিতে ভারত পৌঁছেছিল ম্যাচ শুরুর ঘণ্টা ছয়েক আগে। বিশ্রাম ও অনুশীলন ছাড়া মাঠে নেমে ২১ জুন সুনীল ছেত্রীর হ্যাটট্রিকে ভারতের কাছে উড়ে গিয়েছিল পাকিস্তান।

তবে তিন দিন পর আজ কুয়েতের বিপক্ষেও পারফরম্যান্সের খুব একটা উন্নতি হলো না দলটির। বেঙ্গালুরুর শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে ম্যাচের ১০ মিনিটেই মিডফিল্ডার হাসান আল এনেজির গোলে এগিয়ে যায় কুয়েত। ১৭ মিনিটে কুয়েতের হয়ে দ্বিতীয় গোল করেন ফরোয়ার্ড মোবারক আল ফানেহি। বিরতির ঠিক আগে আগে মোবারকের দ্বিতীয় গোলে ৩-০ করে ফেলে কুয়েত।

এই ম্যাচে এরপর ঘুরে দাঁড়াতে হলে দারুণ কিছু করতে হতো পাকিস্তানকে। কিন্তু সেটা পারেনি কোচ শাহজাদ আনোয়ারের দল। উল্টো ৬৯ মিনিটে ঈদ আল রাশেদির গোলে বড় হারই নিশ্চিত হয় পাকিস্তানের।

প্রথম ম্যাচে নেপালকে ৩-১ গোলে হারানো কুয়েত টানা দ্বিতীয় জয়ে সেমিফাইনালে জায়গা প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছে। আজ রাত আটটায় ভারত নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে নেপালের বিপক্ষে। এই ম্যাচে ভারত জিতে গেলে শেষ চার নিশ্চিত হয়ে যাবে ভারত ও কুয়েতের। সে ক্ষেত্রে নেপাল ও পাকিস্তান দুই দলই গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেবে। তবে নেপাল ভারতের সঙ্গে ড্র করলে বা জিতলে, পাকিস্তান ও নেপাল এই দুই দলের আশা টিকে থাকবে।

২৭ জুন গ্রুপের শেষ ম্যাচে পাকিস্তান খেলবে নেপালের বিপক্ষে, কুয়েতের মুখোমুখি হবে ভারত।

আকরাম ম্যাকগ্রা কুম্বলেরা যা পারেননি, লর্ডসেই তা করে ফেলতে পারেন লায়ন

পর্থ (ওয়েবডেস্ক) ঃ লর্ডস টেস্ট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার স্পিনার নাথান লায়ন হয়তো একটু বেশিই রোমাঞ্চিত থাকবেন। ২৮ জুন লর্ডসে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টটা যে তাঁর জন্য বিশেষই হতে যাচ্ছে। এই ম্যাচে তিনি ক্রিকেট ইতিহাসের অসাধারণ এক কীর্তিতে ছোট্ট একটি তালিকায় নাম লেখাতে যাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, লর্ডস টেস্টের একাদশে থাকলেই একটি রেকর্ডও গড়ে ফেলবেন লায়ন। লর্ডস টেস্টটি লায়নের ক্যারিয়ারের ১২২তম হবে। তাঁর চেয়ে বেশি টেস্ট খেলা ক্রিকেটার আছেন অনেক। কিন্তু প্রসঙ্গ যখন টানা টেস্ট খেলে যাওয়া, লায়নের ওপরে খুব বেশি ক্রিকেটার নেই। পঞ্চম ক্রিকেটার হিসেবে তিনি টানা ১০০ টেস্ট খেলার কীর্তি গড়বেন লর্ডসে। আর বিশেষজ্ঞ বোলারদের মধ্যে তাঁর ওপরে নেই আর কেউ। প্রথম বোলার হিসেবে টানা ১০০ টেস্ট খেলবেন লায়ন। টানা বেশি টেস্ট খেলায় সবার ওপরে আছেন ইংল্যান্ডের সাবেক ওপেনার অ্যালিস্টার কুক। ক্যারিয়ারে মোট ১৬১ টেস্ট খেলা কুক টানা খেলেছেন ১৫৯টি ম্যাচ। টানা টেস্ট খেলায় কুকের পরই আছেন অ্যালান বোর্ডার। অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি ক্রিকেটার টানা খেলেছেন ১৫৩ টেস্ট। এ তালিকায় এরপর আছেন অস্ট্রেলিয়ার মার্ক ওয়াহ, ভারতীয় কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কার ও নিউজিল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক ব্রেন্ডন ম্যাককালাম।

বোলারদের মধ্যে লায়নের পরে অবস্থান ভারতের অনিল কুম্বলের। ক্যারিয়ারে ১৩২ টেস্ট খেলা কুম্বলে সর্বোচ্চ টানা ম্যাচ খেলেছেন ৬০টি। বোলারদের মধ্যে টানা ম্যাচ খেলায় কুম্বলের পর আছেন অস্ট্রেলিয়ার গ্লেন ম্যাকগ্রা (৫৪) ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের কোর্টনি ওয়ালশ (৫৩)। লর্ডস টেস্টে একটি মাইলফলকের সামনেও দাঁড়িয়ে আছেন লায়ন। এখন তাঁর টেস্ট ক্রিকেটে উইকেট ৪৯৫টি। লর্ডসে আর ৫টি উইকেট পেলেই ছুঁয়ে ফেলবেন ৫০০ উইকেটের মাইলফলক। এটা নিয়ে লায়ন ফক্স স্পোর্টসকে বলেছেন, 'এটা দুর্দান্ত একটি ব্যাপার হবে, যখন আপনি পেছন তাকিয়ে দেখবেন ৫০০ উইকেট এর আগে কারা পেয়েছেন।'

বিপিএল জাতীয় নির্বাচনের পর

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ গত বছরই পরের তিন বছরের বিপিএলের সময় জানিয়ে দিয়েছিল বিসিবি। পূর্বঘোষিত সূচি অনুযায়ী আগামী বিপিএল শুরু হওয়ার কথা ৬ জানুয়ারি, শেষ ১৭ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু জাতীয় নির্বাচনের কারণে বিপিএল নির্ধারিত সময়ের এক-দুই সপ্তাহ পর শুরু হতে পারে বলে জানিয়েছেন বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব ইসমাইল হায়দার মল্লিক। তবে বিপিএলের খেলোয়াড় ড্রাফট হয়ে যাবে আগামী সেপ্টেম্বরেই। আজ মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের বিসিবি কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মল্লিক বলেন, 'আমাদের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত, জাতীয় নির্বাচনের পরপরই আমরা বিপিএল করব। জাতীয় নির্বাচন জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে বলে শোনা যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে আমরা ১০ তারিখ বা এর আগে-পরে একটা উপযুক্ত তারিখ দেখে বিপিএল শুরু করব। জানুয়ারিতে শুরু করে টুর্নামেন্টটা ফেব্রুয়ারিতেই শেষ করতে হবে। কারণ, এরপর শ্রীলঙ্কা সিরিজ আছে।'

বিপিএল পিছিয়ে গেলেও এগিয়ে এসেছে প্লেয়ার্স ড্রাফট। প্রতিবার অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে বিপিএল ড্রাফট হয়। এবার বিসিবির পরিকল্পনা সেপ্টেম্বরে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজের আগেই ড্রাফট আয়োজন করার। 'প্লেয়ার্স ড্রাফটটা চেষ্টা করব সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে করে ফেলতে। যেন প্রতিটি টিম দল গোছাতে পর্যাপ্ত সময় পায়,' বলেছেন গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব। সাতটি ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়ে গত বিপিএল আয়োজন করেছিল বিসিবি। তবে বিপিএলের পরবর্তী আসর হতে পারে আট দলের। রাজশাহী ফ্রাঞ্চাইজি পেতে এরই মধ্যে দুটি প্রতিষ্ঠান আগ্রহ দেখিয়েছে বলে জানিয়েছেন ইসমাইল হায়দার মল্লিক, 'রাজশাহীর জন্য দুটি প্রতিষ্ঠান আগ্রহ দেখিয়েছে। কেউ যদি দল চালাতে না চায়, তাহলে রাজশাহীর সুযোগ থাকবে। আবার আমরা যদি বিপিএল ৮ দল নিয়ে করি, তাহলেও তাদের সুযোগ হতে পারে।' পুরোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে কেউ সরে গেলেও বিকল্প ভেবে রেখেছে বিসিবি। 'আমাদের কাছে আগ্রহী তিন-চারটি প্রতিষ্ঠানের নাম আছে। আগের কেউ যদি থাকতে না চায়, তাহলে আমরা পরিবর্তন করে দিতে পারি। আমাদের যদি স্লট বাড়ে, তাহলে একটা দল বাড়াতেও পারি। বোর্ডেও এ রকম আলাপ-আলোচনা হয়েছে,' বলেছেন ইসমাইল হায়দার মল্লিক।

নেইমারকে এনেই বার্সার সব সমস্যার শুরু

প্যারিস ঃ নেইমারই তবে বার্সেলোনার যাবতীয় সমস্যার মূল? বার্সেলোনার অর্থনীতিবিষয়ক সহসভাপতি এদোয়ার্দ রোমেয়ুর কথা শুনলে অবশ্য তেমনটাই মনে হবে। সম্প্রতি বার্সার এই কর্মকর্তা বলেছেন, নেইমারের আগমন থেকেই দলটির অর্থনৈতিক দৈন্যদশার শুরু। শুধু নেইমারের আগমনই নয়, তাঁর ক্লাব ছেড়ে যাওয়াও বিপর্যয়ে ফেলেছে বার্সাকে। সেটি অবশ্য ভিন্নভাবে।

২০১৩ সালে ৫ কোটি ৭০ লাখ ইউরোতে সান্তোস থেকে বার্সায় যোগ দেন নেইমার। সে সময় নতুন আসা নেইমারের জন্য যে বেতন ধরা হয়েছিল, তা নিয়েও দলের কারও কারও মাঝে উদ্বেগ ছিল। তবে সময়ের অন্যতম সেরা উদীয়মান তারকা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে খুব বেশি সময় নেননি নেইমার। লিওনেল মেসির সঙ্গে তাঁর জুটিও দারুণভাবে জমে ওঠে। পরবর্তী লুইস সুয়ারেজও যোগ দিলে মেসি-নেইমার-সুয়ারেজ মিলে গড়ে তোলেন 'এমএসএন' ত্রিফলা।

মেসি-নেইমার-সুয়ারেজ মিলে একসঙ্গে লা লিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগসহ একাধিক ট্রফিও জিতেছিলেন। তবে নেইমারের আগমনে মাঠে সাফল্য পেলেও মাঠের বাইরে বার্সার অর্থনৈতিক সমস্যার শুরু এই ব্রাজিলিয়ান তারকাকে ঘিরেই। এমনটাই দাবি করেছেন এদোয়ার্দ রোমেয়ু, 'নেইমারের আগমন থেকেই সমস্যার শুরু। কারণ, সদ্য আসা একজন খেলোয়াড়ের জন্য অত্যধিক অর্থ দেওয়া সবকিছু সংকুচিত হয়ে পড়েছিল।'

তবে নেইমারই ২০১৭ সালে ক্লাব ছাড়ার পিএসজিকে বড় সুযোগ তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন। পিএসজি ২২ কোটি ইউরো দিয়ে কিনে নেয় নেইমারকে। কিন্তু এই সুযোগও কাতালান ক্লাবটি ঠিকঠাক কাজে লাগাতে পারেনি। উল্টো সবকিছু আরও জটিল হয়ে পড়ে।

রোমেয়ু বলেছেন, 'সে চলে যাওয়ার পর শুরু হয় পাগলামি। আমরা পথ হারিয়ে ফেলি।' নেইমারের বিদায়ের পর ফিলিপে কুতিনহো ও উসমান দেম্বেলেকে বড় অঙ্কের অর্থ খরচ করে নিয়ে আসে বার্সা। কিন্তু এ দুজনের কেউই নিজেদের সামর্থ্য প্রমাণ করতে পারেননি।

সেসির গল্পে ড্রুরিও আছেন

প্যারিস ঃ জন আরলটকে তো চেনেন? যাঁরা চেনেন না, এই লেখার শুরুটা তাঁদের জন্য। ইংল্যান্ডের হ্যাম্পশায়ারে জন্ম নেওয়া এই ভদ্রলোক একসময় পুলিশ ছিলেন। চার-ছয় মাস বা দুই-তিন বছর নয়, টানা ১২ বছর। পুলিশি পেশার পাশাপাশি আরও দুটি বলার মতো পরিচয় ছিল তাঁর। আরলট সাংবাদিক ছিলেন, কাজ করেছেন গার্ডিয়ানে, দ্য অবজারভারে। ছিলেন কবিও। আবার যুক্তরাজ্যের দুটি জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কিছু সময় রাজনীতিতেও ছিলেন। তবে সব পরিচয় ছাপিয়ে ক্রিকেট দুনিয়া তাঁকে চেনে ধারাভাষ্যকার হিসেবে। রেডিও থেকে শুরু করে রঙিন টিভির যুগ পর্যন্ত ৩৪ বছর খেলার ধারাভাষ্য দিয়েছেন। শত শত ম্যাচ আর হাজার হাজার ঘণ্টার খেলার বর্ণনা তুলে এনেছেন কণ্ঠে। ইংলিশ কিংবদন্তি ইয়ান বোথামের মতে, ক্রিকেটে আরলটের মতো ধারাভাষ্যকার অতীতে কখনো ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। আর যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের মতে, ক্রিকেটকে ব্যক্তিত্বে রূপ দেওয়া মানুষটির নাম আরলট। আরলট পৃথিবী ছেড়েছেন ১৯৯১ সালে। এরপর তিন দশকের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও আরলট আজও ঘুরে ফিরে উঠে আসেন ক্রিকেটের আড্ডায়, আলোচনায়। ধারাভাষ্যে লাখোকোটি মুহূর্ত পার করেছেন বলে নয়, আরলট সবচেয়ে বেশি ফিরে ফিরে আসেন মাত্র ১৬ শব্দের কারণে। বলা হয়ে ক্রিকেটের সবচেয়ে বিখ্যাত, সবচেয়ে বিক্ষিপ্ত আর সবচেয়ে আলোচিত ধারাভাষ্য হচ্ছে আরলটের মুখে বলা সেই ১৬টি শব্দ যেখানে বর্ণনা করা হয়েছিল স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের ক্যারিয়ারের শেষ মুহূর্ত, আরও স্পষ্ট করে বললে ১৯৪৮ সালের ১৪ আগস্ট কেনিংটন ওভালে উইলিয়ামস হলিসের বলে শূন্য রানে ব্র্যাডম্যানের আউটের ঘটনাটি। বিস্ময়ে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে যাওয়া আরলট থেমে থেমে যে কথাগুলো বলেছিলেন তা এ রকম 'হলিস পিচেস দ্য বল আপ স্লোলি অ্যান্ডহি ইজ বোল্ডব্র্যাডম্যান বোল্ড হলিস, নটবোল্ড হলিস নট!' যতবার ব্র্যাডম্যানের রূপকথাময় ক্যারিয়ারের সেই বিয়োগান্তক পরিণতির গল্প হয়, আরলট যেন ততবারই ফিরে ফিরে আসেন, ফিরে আসে ওই শব্দ কটি। আরলটের মতো পিটার ড্রুরির ক্যারিয়ার এত বড় নয়। নানা পেশার পথে ঘাটে হাঁটেনওনি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে মাসখানেক হিসাবরক্ষক হিসেবে কাজ করেছিলেন। তবে এ সব অমিলের উল্টো পিঠে আছে দুটো বড় মিল। দুজনই ইংলিশ, পেশায় ধারাভাষ্যকার। ভিন্ন দুই সময়ে ক্রিকেট ও ফুটবলে ধারাভাষ্য দিয়ে দুজনই বিখ্যাত হয়েছেন। তবে সবকিছু ছাপিয়ে বড় মিলটা অন্য কোথাও। ব্র্যাডম্যানের সঙ্গে আরলট যেমন, তেমনই লিওনেল মেসির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে ড্রুরির নাম। ৭ বারের ব্যালন ডি'অর, ৪ বারের চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী মেসির ক্যারিয়ারে তর্কাতীতভাবে সর্বোচ্চ অর্জন আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ জয়। ২০২২ সালের ১৮ ডিসেম্বর কাতারের মাটিতে মেসির বিশ্বজয়ের সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তটি শব্দের জাদুকরি ব্যবহারে চিত্রিত করেছিলেন যিনি, দর্শকের মানসপটে চিরকালীন দৃশ্যকল্প তৈরি করেছিলেন যে শিল্পী, তিনিই পিটার ড্রুরি। ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলের যাঁরা নিয়মিত দর্শক, তাঁরা ড্রুরিকে চেনেন অনেক আগে থেকেই। ১৯৯০ সালে বিবিসি রেডিও দিয়ে শুরু ড্রুরি পেশাদার ধারাভাষ্য ক্যারিয়ারের। টেলিভিশনে আসেন বছর আটেক পর। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ থেকে শুরু করে চ্যাম্পিয়নস লিগ আর ইউরো হয়ে বিশ্বকাপ-একের পর এক বড় মঞ্চের মাইক্রোফোন মুখের সামনে নিতে খুব বেশি সময় লাগেনি। ২০১০ ফিফা বিশ্বকাপের কথা মনে করে দেখুন। সেই আসরের আইকনিক মুহূর্ত হয়তো স্পেনের বিশ্বকাপ জয়। তবে শুরুটা ছিল বিশ্বকাপ জয়ের চেয়েও বড় কিছু, অন্তত আফ্রিকানদের কাছে। ১১ জুন উদ্বোধনী ম্যাচে মেক্সিকোর বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম গোলে ধারাভাষ্যে ছিলেন ড্রুরি। আফ্রিকা মহাদেশে প্রথম বিশ্বকাপ, আর প্রথম গোলটিই দক্ষিণ আফ্রিকার, যেন নাচন উঠেছিল পুরো আফ্রিকাজুড়ে। সেই মুহূর্তটিতে গোলদাতা সাবালালার নাম ধরে ড্রুরি বলে উঠেছিলেন, 'সাবালালা...। গোল বাফানা বাফানা ... গোল ফর সাউথ আফ্রিকা ... গোল ফর অল আফ্রিকা..।' সেই ম্যাচের এক দশক পর দেওয়া সাক্ষাৎকারে ড্রুরি নিজেই বলেছেন, তাঁর নিজের দেওয়া সব ধারাভাষ্যের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ছিল এটি। তবে ড্রুরির মুখনিঃসৃত আরও অনেক ধারাভাষ্য এখনো দর্শক-শ্রোতার কানে বাজে। ২০১১-১২ প্রিমিয়ার লিগের শেষ দিনের শেষ মুহূর্তটা মনে করুন। শেষ বাঁশির মিনিট দেড়েক আগে সের্হিও আগুয়েরোর গোলে ৪৪ বছর পর লিগ জেতে ম্যানচেস্টার সিটি। সেই মুহূর্তে ড্রুরির 'স্ট্যাগারিং, জাস্ট স্ট্যাগারিং' শব্দ দুটি তো প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসেরই সেরা মুহূর্তগুলোর একটি। আবার চ্যাম্পিয়নস লিগে বার্সেলোনাকে ছিটকে দেওয়ার পথে রোমার গোলের পর সেই কাব্যিক ধারাভাষ্য, 'নিজেদের ধ্বংসাবশেষ থেকে জেগে উঠেছে রোমা, মানোলাস, রোমের গ্রিক গড। এটা হওয়ার ছিল না, এটা হতে পারত না, এটা ঘটেছে...!'

টাইটানিকের ধ্বংসস্থল এখনও কেন এতটা বিপজ্জনক জায়গা?

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ সাগরতলে টাইটানিক জাহাজের ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়ে ডুবোজাহাজ টাইটানের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে, গভীর সমুদ্রে এমন একটি অভিযানে কী ধরনের ঝুঁকি রয়েছে। উনিশশো এগারো সালের শরতের কোন এক সময়ে গ্রিনল্যান্ডের বিশাল বরফ স্তরের দক্ষিণপশ্চিমের একটি হিমবাহ থেকে বরফের একটি বিশাল খণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরের ক'মাস ধরে এটি ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে ভেসে যায়। ভাসতে থাকার সময় সমুদ্রের স্রোত আর বাতাসের ধাক্কায় হিমশৈলটি ধীরে ধীরে গলতে শুরু করে।

এরপর ১৯১২ সালের ১৪ই এপ্রিলের শীতল আর চাঁদহীন এক রাতে ১২৫ মিটার (৪১০ ফুট) দীর্ঘ ঐ আইসবার্গটির সাথে যাত্রীবাহী জাহাজ আরএমএস টাইটানিকের ধাক্কা লাগে। যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে ইংল্যান্ডের সাদাম্পটন থেকে ছেড়ে জাহাজটির সেটি ছিল প্রথম সমুদ্র যাত্রা। সংঘর্ষের তিন ঘণ্টার মধ্যে জাহাজটি ডুবে যায়। ১৫০০'রও বেশি যাত্রী এবং জাহাজের ক্রু ঐ ঘটনায় প্রাণ হারায়। টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ এখন ক্যানাডার নিউফাউন্ডল্যান্ড উপকূল থেকে প্রায় ৪০০ মাইল (৬৪০ কিলোমিটার) দক্ষিণপূর্বে এক জায়গায় রয়েছে। এখানে সাগরের গভীরতা প্রায় ৩.৮ কিলোমিটার (১২,৫০০ ফুট)।

হিমশৈল বা আইসবার্গগুলি এখনও জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে বড় ধরনের বিপত্তি তৈরি করে - ২০১৯ সালের মার্চ থেকে আগস্ট মাসে ১,৫১৫টি আইসবার্গ দক্ষিণ দিকে ভেসে আটলান্টিক সাগরে জাহাজ চলাচলের পথে ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু টাইটানিকের চির বিশ্রামের জায়গাটিতে এখনও কিছু ঝুঁকি রয়েছে। এর মানে হলো, বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত জাহাজ ধ্বংসের জায়গাটি দেখতে গেলে বেশ উল্লেখযোগ্য কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে।

টাইটানিক ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়ে পাঁচজন যাত্রীসহ ছোট ডুবোযানটি, যাকে সাবমার্সিবল বলা হয়, সেটির নিখোঁজ হওয়ার পর বিবিসি দেখতে চেয়েছে আটলান্টিক সাগরের তলদেশে ঐ জায়গাটি আসলে কতটা বিপজ্জনক।

সমুদ্রের গভীরে কোন আলো নেই, একেবারেই অন্ধকার। সাগরের জল খুব দ্রুত সূর্যালোক শোষণ করে, এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১,০০০ মিটার (৩,৩০০ ফুট)-এর চেয়ে বেশি গভীরে সূর্যালোক পৌঁছে না। এর নিচে সাগরের যে কোনও জায়গা অতল অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। আর ঠিক একারণেই টাইটানিক যে জায়গায় ডুবে আছে সেটি মিডনাইট জোন নামে পরিচিত।

আগে যারা সাবমার্সিবল নিয়ে ঐ জায়গায় গিয়েছিল তাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দু'ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে সাগরের গভীরে নামার পর সাবমার্সিবলের আলোর নিচে হঠাৎ করেই সমুদ্রের তলদেশ এবং টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষের কাঠামো ফুটে ওঠে।

একটি ট্রাকের সাইজের সমান সাবমার্সিবলের লাইটের আলোয় কয়েক মিটারের বেশি দেখা যায় না। ফলে দিক হারানোর সম্ভাবনা থাকে বেশি। একারণে এরকম গভীরতায় ডুবোযান পরিচালনা করা একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ।

গত কয়েক দশক ধরে হাই রেজোলিউশন স্ক্যানিং করে টাইটানিকের ধ্বংসস্থলের একটি বিশদ মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে। এটি ব্যবহার করে কোথায় কী আছে তা দেখা যায়। এছাড়া, সোনার সঙ্কেত পাঠানোর যেসব যন্ত্র বসানো হয়েছে তা ব্যবহার করেও সাবমার্সিবলের ক্রুরা দৃষ্টিসীমার বাইরে বিভিন্ন বস্তু এবং টাইটানিকের খোলের বিভিন্ন দিক সনাক্ত করতে পারেন।

সাবমার্সিবলের পাইলটরা ইনারশিয়াল ন্যাভিগেশন নামেও একটি পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এতে অ্যাক্সিলোমিটার এবং জাইরোস্কোপের সাহায্যে তাদের অবস্থান এবং দূরত্ব ট্র্যাক করা যায়। ওশানগেট কোম্পানির টাইটান সাবমার্সিবলটিতেও একটি অত্যাধুনিক ইনারশিয়াল ন্যাভিগেশন সিস্টেম রয়েছে, যা সমুদ্রের তলদেশে ডুবোযানটির গভীরতা এবং গতি পরিমাপ করতে পারে।

কিন্তু এসব অত্যাধুনিক প্রযুক্তি থাকার পরও ওশানগেটসহ টাইটানিকের আগের ভ্রমণ যাত্রীরা বর্ণনা করেছেন সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছানোর পর পথ খুঁজে পাওয়া কতটা কঠিন ছিল। একজন মার্কিন টিভি কমেডি লেখক মাইক রেইস গত বছর ওশানগেটের সাথে টাইটানিক ভ্রমণে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বিবিসিকে বলেছেন ঃ যখন আপনি নিচে পৌঁছুবেন, তখন আপনি সত্যিই জানবেন না যে আপনি কোথায় রয়েছেন। সমুদ্রের তলদেশের কোথাও টাইটানিক রয়েছে জেনেও আপনার অবস্থা হবে একজন অন্ধের মতো। এতটাই অন্ধকার যে সমুদ্রের তলদেশে টাইটানিকের মতো বিশাল আকৃতির জিনিসটি মাত্র ৫০০ গজ (১,৫০০ ফুট) দূরে থাকলেও সেটিকে খুঁজে বের করতে আমাদের ৯০ মিনিট সময় লেগেছে।

কোনও বস্তু সমুদ্রের যত গভীরে যায় তার চারপাশে জলের চাপ ততই বাড়তে থাকে। সমুদ্রতলে ৩,৮০০ মিটার (১২,৫০০ ফুট) জলের নিচে টাইটানিক এবং তার চারপাশের সবকিছু প্রায় ৪০এমপিএ চাপ সহ্য করছে, যা সমুদ্রের পিঠে জলের চাপের তুলনায় ৩৯০ গুণ বেশি।

সুইডেনের স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিলিয়েন্স সেন্টারের সমুদ্র বিষয়ক গবেষক রবার্ট ব্লাসিয়াক বিবিসিকে বলেছেন, বোঝানোর জন্য বলছি ঃওখানে জলের চাপ আপনার গাড়ির টায়ারের চাপের প্রায় ২০০ গুণ বেশি। তাই আপনার প্রয়োজন হবে এমন একটি সাবমার্সিবল যার দেয়াল সত্যিই অনেক পুরু।

টাইটান সাবমার্সিবলটি এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে যে কার্বন ফাইবার এবং টাইটানিয়াম নিয়ে তৈরি এর দেয়াল সর্বোচ্চ ৪,০০০ মিটার (১৩,১২৩ ফুট) পর্যন্ত গভীরতায় পৌঁছুতে পারে।

সমুদ্রের উপরিভাগের শক্তিশালী স্রোতে নৌকা কিংবা মানুষ ভেসে যেতে পারে, এটা আমাদের সবারই জানা। কিন্তু গভীর সমুদ্রে জলের নিচেও রয়েছে চোরা স্রোত। যদিও এসব স্রোত সমুদ্রপৃষ্ঠের স্রোতের মতো অতোটা শক্তিশালী না, তবুও এগুলির কারণে প্রচুর পরিমাণে জল এদিক ওদিক হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠের বাতাস নিচের জলের স্তম্ভকেও প্রভাবিত করতে পারে। গভীর জলের মধ্যে জোয়ার ভাটা, কিংবা তাপমাত্রা এবং লবণাক্ততার কারণেও জলে ঘনত্বের পার্থক্য দেখা দিতে পারে, যা থার্মোহেলাইন স্রোত নামে পরিচিত। বেন্থিক স্টর্ম হিসাবে পরিচিত বিরল প্রাকৃতিক ঘটনা শক্তিশালী এবং বিক্ষিপ্ত স্রোত তৈরি করতে পারে যা সমুদ্রতলে পড়ে থাকা জিনিসপত্রকে তার জায়গা থেকে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারে।

টাইটানিক যখন ডুবে যায় তখন সেটি ভেঙে দু'ভাগ হয়ে গিয়েছিল। এর চারপাশে জলের স্রোত সম্পর্কে কী তথ্য রয়েছে তা জানা যায় সমুদ্রতলের প্যাটার্ন এবং ধ্বংসাবশেষের চারপাশে স্কুইডের চলাচল থেকে। টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষের একটি অংশ ওয়েস্টার্ন বাউন্ডারি আন্ডারকারেন্ট নামে পরিচিত ঠাণ্ডা, দক্ষিণামুখী এক জলের প্রবাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এক জায়গায় অবস্থিত বলে জানা যায়। এই তলানির স্রোত সমুদ্রের তলদেশে পলি এবং কাদার মধ্যে বালিয়াড়ি এবং ফিতা আকৃতির নকশা তৈরি করে, যা থেকে বিজ্ঞানীরা এর শক্তি সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে পারেন। সমুদ্রতলে যেসব নকশা তারা পর্যবেক্ষণ করেছেন তা থেকে তারা বুঝতে পেরেছেন যে এসব নকশার বেশিরভাগই তৈরি হয়েছে অপেক্ষাকৃত দুর্বল থেকে মাঝারি স্রোতের কারণে।

টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষের জায়গার পূর্ব প্রান্ত বরাবর বালির মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ঐ জাহাজের নানা জিনিসপত্র, কয়লা এবং জাহাজের কিছু ভগ্নাংশ। এখানকার বালির নকশা থেকে জানা যায় যে এখানে পূব থেকে পশ্চিমমুখী স্রোত রয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ধ্বংসাবশেষের মূল জায়গাটিতে রয়েছে উত্তরপশ্চিম থেকে দক্ষিণপশ্চিমমুখী স্রোত।

টাইটানিকের গলুইয়ের দক্ষিণ দিকের স্রোতগুলি বিশেষভাবে পরিবর্তনশীল বলে মনে হয় - উত্তরপূর্ব থেকে উত্তরপশ্চিম এবং সেখান থেকে দক্ষিণপশ্চিম পর্যন্ত।

অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করছেন, এই স্রোতের যাতায়াতের ফলে টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ শেষ পর্যন্ত পলিমাটিতে চাপা পড়ে যাবে। সামুদ্রিক প্রত্নতাত্ত্বিক গেরহার্ড জিফার্ট, যিনি সম্প্রতি হাই রেজোলিউশন ব্যবহার করে টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ স্ক্যান করার এক অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনি বিবিসিকে বলেছেন, তিনি মনে করেন না যে ঐ এলাকার স্রোতগুলি সাবমার্সিবলের জন্য কোন ঝুঁকি তৈরি করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী, যদি ডুবোযানটির বিদ্যুৎ শক্তি ঠিক থাকে।

টাইটানিক সাইটে ডুবোযানের জন্য হুমকি সৃষ্টিকারী কোন স্রোত সম্পর্কে আমি অবগত নই, তিনি বলছেন। আমাদের ম্যাপিং প্রকল্পের জন্য এই চোরা স্রোত নির্ভুল ম্যাপিংয়ের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছিল, নিরাপত্তার জন্য কোন ঝুঁকি তৈরি করেনি।

সমুদ্রতলে ১০০ বছরেরও বেশি সময় পার হওয়ায় টাইটানিক ধীরে ধীরে ক্ষয়ে গেছে। শুরুর দিকে ডুবে যাওয়ার পর জাহাজের দুটি প্রধান অংশের সাথে যখন সমুদ্রতলের সংঘর্ষ ঘটে তখন এর বড় অংশগুলি পাকিয়ে যায় এবং বিকৃত হয়ে যায়। সময়ের সাথে সাথে ব্যাকটেরিয়া জীবাণু জাহাজের লোহা খেয়ে ফেলে বরফের আকৃতির 'রাস্টিকল' তৈরি করে এবং ধ্বংসকে ত্বরান্বিত কর। বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন, জাহাজটির পেছনের অংশে ব্যাকটেরিয়ার তৎপরতা বেশি, কারণ ঐ অংশে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও বেশি। জাহাজের সামনের দিকের তুলনায় এটি ৪০ বছর আগে ক্ষয়ে যাচ্ছে।

প্রধানত ক্ষয়ের কারণে জাহাজের কাঠামো ক্রমাগত ধসে পড়ছে, বলছেন মি. জিফার্ট। প্রতি বছর ক্ষয় হচ্ছে একটু একটু করে। কিন্তু আপনি যতক্ষণ নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখবেন, কোন কিছু ধরবেন না, খোলের ভেতরে ঢুকবেন না - তাহলে কোন ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না।

যদিও এটা প্রায় অসম্ভব, তবুও অতীতে হঠাৎ বয়ে যাওয়া পলির প্রবাহ সমুদ্রের তলদেশে মানুষের তৈরি বস্তুর ক্ষয়ক্ষতি এবং এমনকি সেগুলোকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

এই ঘটনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯২৯ সালে। তখন নিউফাউন্ডল্যান্ডের উপকূলে ট্রান্স অ্যাটলান্টিক টেলিযোগাযোগের তার বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। এটা ঘটেছিল ভূমিকম্পের মতো কোন কারণে। টাইটান সাবমার্সিবলের নিখোঁজ হওয়ার পেছনে এধরনের ঘটনার কোন ইঙ্গিত না থাকলেও, এসব ঝুঁকি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধারণা এখন আরও পরিষ্কার হচ্ছে।

বছরের পর বছর ধরে গবেষণার পর জানা যাচ্ছে, টাইটানিক ধ্বংসাবশেষের চারপাশের সমুদ্রতলটি সুদূর অতীতে জলের তলায় বিশাল ভূমিধসে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা একে এক অস্থিতিশীল করিডোর বলে চিহ্নিত করেছেন। নিউফাউন্ডল্যান্ড থেকে আসা বিশাল পরিমাণ পলি পড়ে এটা তৈরি হয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন। কিন্তু এধরনের ঘটনা ঘটে খুব কমই, বলছেন ডেভিড পাইপার, ক্যানাডার ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার একজন সামুদ্রিক ভূতত্ত্ব গবেষণা বিজ্ঞানী। টাইটানিকের চারপাশে সমুদ্রতল নিয়ে তিনি বহু বছর গবেষণা করেছেন। এধরনের ঘটনা কত ঘন ঘন ঘটতে পারে, তা বোঝাতে তিনি মাউন্ট ভিসুভিয়াস বা মাউন্ট ফুজির অগ্ন্যুৎপাতের সাথে তুলনা করেছেন - প্রতি দশ হাজার থেকে কয়েক হাজার বছরে মাত্র কয়েকবার।

অন্যান্য কিছু বিষয় যেমন, পলিমাটিতে ভারী হয়ে যাওয়া জলের স্রোত এবং ঝড়ের কারণেও এসব ঘটতে পারে। আমরা সম্ভবত প্রতি ৫০০ বছর পর পর এধরনের ঘটনা দেখতে পাই, বলছেন মি. পাইপার। কিন্তু ঐ এলাকা, যাকে টাইটানিক ভ্যালি বলা হয়, তার ভূমি গঠন পলির প্রবাহকে প্রতিহত করবে, যার অর্থ এই প্রবাহ ধ্বংসস্তূপ পর্যন্ত পৌঁছুবে না।

মি. জিফার্ট এবং মি. পাইপার দু'জনেই বলছেন, টাইটান সাবমার্সিবলের নিখোঁজ হওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কম।

ধ্বংসাবশেষের চারপাশে অন্যান্য ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এখনও অজানা রয়ে গেছে। ওশানগেটের সাথে টাইটানিকের ধ্বংসস্থানে আগে চালানো এক অভিযানে ফরাসি নৌবাহিনীর প্রাক্তন ডুবুরি ও ডুবোজাহাজ পাইলট পল হেনরি নারজিওলেট সোনার যন্ত্রে একটি রহস্যময় শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। পরে দেখা গিয়েছিল সেটি ছিল একটি পাথুরে দেয়াল, যেটি ঢাকা ছিল সামুদ্রিক প্রাণী দিয়ে। তার সর্বশেষ অভিযানে টাইটানিক ধ্বংসাবশেষের কাছে শনাক্ত আরেকটি সোনার সিগনাল সম্পর্কে তিনি তদন্ত করতে চেয়েছিলেন।

নিখোঁজ সাবমার্সিবলের অনুসন্ধান চলার সময় টাইটান এবং এর ক্রু'র ভাগ্যে কী ঘটেছে সে সম্পর্কে সূত্র পাওয়া যাচ্ছে সামান্যই। কিন্তু অত্যন্ত প্রতিকূল এবং চ্যালেঞ্জিং একটি পরিবেশে টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ দেখার ঝুঁকিগুলি আজও প্রাসঙ্গিক। যেমনটি প্রাসঙ্গিক ছিল ১৯৮৬ সালে, যখন জাহাজটি ডুবে যাওয়ার পর তাকে দেখতে প্রথমবারের মতো মানুষ সমুদ্রের গভীরে যাত্রা করেছিল।

টুকরো খবর

মূল্যস্ফীতি ও নির্বাচন আওয়ামী লীগের সামনে যতো চ্যালেঞ্জ

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এমন এক সময়ে তাদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করছে যখন দলটি আগামী নির্বাচন নিয়ে দেশের ভেতরে ও বাইরে বেশ চাপের মধ্যে রয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতারা চাপের বিষয়টি স্বীকার করতে না চাইলেও সম্প্রতি দলের সিনিয়র নেতাদের বিভিন্ন বক্তেব্য একটা বিষয় ফুটে উঠছে যে তাদের সামনে বেশ চ্যালেঞ্জ রয়েছে, বিশেষ করে নির্বাচন নিয়ে। আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালের শুরুতে ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে গত ১৫ বছরে বেশ দাপটের সাথেই এগিয়েছে। ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের বিতর্কিত নির্বাচনের পরেও দেশের ভেতরে বাইরে আওয়ামী লীগ পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে। এতো দীর্ঘ সময় একটানা আওয়ামী লীগ যেমন এর আগে কখনো ক্ষমতায় ছিল না, অন্য কোনও দলেরও ক্ষমতায় থাকার নজির নেই। তবে সামনে জাতীয় নির্বাচন ঘিরে পুরোপুরি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে না দলটি। আছে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জও। এমন প্রেক্ষাপটে দলটি তাদের ৭৪ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করছে।

আওয়ামী লীগের সামনে আসন্ন বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জাতীয় নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু করা। ইতোমধ্যে আমেরিকা বাংলাদেশের নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। নির্বাচনে কোনও বাধা সৃষ্টি হলে সংশ্লিষ্টদের জন্য আমেরিকার ভিসা না দেয়ার নীতি ঘোষণা করেছে। যদিও আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে 'দেশিবিদেশী ষড়যন্ত্র' মোকাবেলাটাই একটা বড় চ্যালেঞ্জ। দলটির যুগ্মসাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ বলেন, নির্বাচন বন্ধ করার জন্য একটা 'চক্রান্ত' হচ্ছে। এজন্য তিনি বিরোধী দল বিএনপির প্রতি ইঙ্গিত করেন। বিদেশি শক্তি বা ষড়যন্ত্রের মদদে এবং সেটিকে মোকাবেলা করে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন একটা অংশগ্রহণমূলক অবাধ সুষ্ঠু করাটাই আওয়ামী লীগের জন্য এখন বড় চ্যালেঞ্জ, বলেন মাহবুবউল আলম হানিফ।

নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য 'দেশিবিদেশি নানা শক্তির' চেষ্টার কথা বলছেন দলটির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নূহ উল আলম লেনিনও। তবে তিনি বিএনপির অংশগ্রহণ এবং জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার দিকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন।

তাঁর মতে সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে যদি বিএনপি নির্বাচনে আসে তখন তার পরিপ্রেক্ষিতে যদি প্রশ্নটা উত্থাপিত হয় যে 'আমরা সংবিধান মেনেই নির্বাচন করবো তবে আমাদের কিছু কথা আছে' তখন সে কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু আমার মৃত্যুর পরোয়ানায় স্বাক্ষর করানোর জন্য তাদের সাথে কথা বলার ক্ষমতা তো আমাদের নেই। সব দলের অংশগ্রহণে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠান করা আওয়ামী লীগের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হবে, একথা মানছেন বিশ্লেষকরাও। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক গোবিন্দ চক্রবর্তী বিবিসি বাংলাকে বলেন এজন্য তিনি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপের উপর জোর দেন। নির্বাচন ঘিরে আমেরিকার তৎপরতার দিকটাও নির্বাচনী বছর হিসেবে বেশ স্বাভাবিক মনে করছেন তিনি।

সাম্প্রতিক সময়ে দ্রব্যমূল্যের ব্যাপক ঊর্ধ্বগতি আওয়ামী লীগের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। এ বিষয়টি তাদের জন্য একটি চিন্তার বিষয়। ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে মূল্যস্ফীতি সরকারি হিসেবেই আট শতাংশের উপরে, বাস্তবিক অর্থে বাজারের চিত্র দেখলে সেটা আরও বেশি। অর্থনৈতিক নানা পদক্ষেপ নেয়া হলেও মানুষের দৈনন্দিন জীবনে স্বস্তির ছাপ এখনো তেমন নেই। আওয়ামী লীগের মাঠ পর্যায়ের অনেক নেতাকর্মী মনে করেন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির লাগাম টানতে না পারলে তার জন্য রাজনৈতিক মূল্য দেয়া লাগতে পারে। তবে বিষয়টি তারা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করতে চান না।

প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা এই পরিস্থিতির জন্য কোভিড মহামারি পরবর্তী পরিস্থিতি এবং রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধকে দায়ী করে আসছেন। আওয়ামী লীগের অন্য নেতারাও একই কথা বলছেন। তবে পরিস্থিতি মোকবেলার জন্য সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন মাহবুবউল আলম হানিফ।

যদিও সুযোগসন্ধানী সিন্ডিকেটের কৃত্রিমভাবে দাম বাড়িয়ে মুনাফা লোটার প্রবণতাকেও আমলে নিচ্ছেন মিঃ লেনিন।

বড় দল হিসেবে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকায় এখন বিভিন্ন সময় দলের মধ্যেই নানা দ্বন্দ্ব দেখা যায়। প্রতি স্তরে একাধিক প্রার্থী থাকা এবং নেতৃত্ব নিয়ে প্রতিযোগিতার কারণে দ্বন্দ্বের জায়গা তৈরি করছে বলে মনে করছেন মাহবুবউল আলম হানিফ। এমন প্রতিযোগিতা 'স্বাভাবিক এবং স্বাস্থ্যকর' হিসেবে দেখছেন সদস্য নূহ উল আলম লেনিনও। তবে আওয়ামী লীগের মতাদর্শ ধারণ করে না এমন অনেকে আওয়ামী লীগে ঢুকে পড়াটা একটা সমস্যা হিসেবে দেখছেন অধ্যাপক গোবিন্দ চক্রবর্তী।

দলের মধ্যে যদি দলের মতাদর্শ ধারণকারী বা দলের মূল্যবোধ ধারণকারী লোকজন যারা আছেন নেতাকর্মী যারা আচেন, তারা যদি কোন না কোনোভাবে সাইডলাইন হয়ে যান, তখন এই দলের পক্ষে নির্বাচনে ভালো করাটাও অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে, বলছিলেন মিঃ চক্রবর্তী। তবে দল থেকে প্রার্থী নির্ধারণ করা হয়ে গেলে এমন সমস্যার অনেকটাই অবসান হয়ে যায় বলে মনে করছেন মিঃ লেনিন। তাছাড়া বিশৃঙ্খলা যেন না হয় সেজন্য সাংগঠনিকভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ঐক্যবদ্ধভাবে সাধারণ নির্বাচনে যেতে কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানাচ্ছেন মাহবুবউল আলম হানিফ।

‘ঋণখেলাপিরা ব্যাংকগুলো পুরোপুরি দখল করে নিল’

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে সম্প্রতি ব্যাংক কোম্পানি আইন সংশোধন বেশ শোরগোল তুলেছে। এর মূল কারণ হচ্ছে, আইন সংশোধনের মাধ্যমে ব্যাংকের পরিচালকদের আরো ক্ষমতাবান করা হয়েছে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এই সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে ‘দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা’ আরো বাড়াবে। এতোদিন কোন ব্যাংকের পরিচালক পদে টানা ৯ বছর থাকার বিধান ছিল। কিন্তু আইন সংশোধন করে সেটি এখন ১২ বছর থাকার বিধান করা হয়েছে। আরেকটি সংশোধনী হচ্ছে ঋণ সংক্রান্ত। যাতে বলা হয়, কোনো ব্যক্তি বা গ্রুপের স্বার্থসংশ্লিষ্ট এক প্রতিষ্ঠান খেলাপি হলে অন্য প্রতিষ্ঠানকে খেলাপি দেখানো যাবে না। এর ফলে খেলাপি হয়ে পড়ায় দেশের যেসব বড় গ্রুপ সমস্যায় রয়েছে, তাদের আবার ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে কোন সমস্যা হবে না। পরিচালকদের মেয়াদ নয় বছর বছর থেকে বাড়িয়ে কেন ১২ বছর করা হয়েছে সে বিষয়ে অর্থমন্ত্রীর কাছ থেকে বিস্তারিত কোন বক্তব্য সংসদে আসেনি। তিনি সংসদে দাবি করেছেন, গত ১৮ বছরে খেলাপি ঋণ কমেছে, সরকারি ব্যাংকের শাখা দ্বিগুণ বেড়েছে এবং আমানত বেড়েছে। অনেকে মনে করেন ব্যাংকের মালিকদের সুবিধা দেবার জন্য আইন সংশোধন করা হয়েছে। এক সময় এই ব্যাংক কোম্পানি আইন প্রণেতা কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। এই আইনের সমালোচনা করে মি. ভট্টাচার্য বলেন, ব্যাংকগুলো এখন পুরোপুরি ঋণখেলাপীদের দখলে চলে গেল।

রাশিয়ার ভাড়াটে বাহিনী ওয়াগনারের বিদ্রোহ, রোস্তভ শহর দখলের দাবি

মস্কো (এজেন্সী) ঃ রাশিয়ার সেনাবাহিনীর সাথে এক নাটকীয় লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছে ভাড়াটে আধাসামরিক বাহিনী ওয়াগনার গ্রুপ। গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা ইয়েভগেনি প্রিগোশিন সশস্ত্র বিদ্রোহে লিপ্ত হয়েছেন এই অভিযোগে তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং তাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছে ক্রেমলিন।

প্রিগোশিন ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি যে কোন মূল্য রাশিয়ান সেনাবাহিনীর নেতৃত্বের পতন ঘটাবেন। এরই মধ্যে তিনি ইউক্রেন থেকে সীমান্তের লাগোয়া রাশিয়ার রোস্তভ অঞ্চলে প্রবেশ করেছেন এবং একটা রাশিয়ান হেলিকপ্টার ধ্বংস করেছেন বলে দাবি করছেন।

রাশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে পরিস্থিতির খুব দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। আধাসামরিক বাহিনী ওয়াগনার গ্রুপ এই মূহুর্তে দক্ষিণাঞ্চলের শহর রোস্তভ-অন-ডনের গুরুত্বপূর্ণ সব সাইট দখল করেছে বলে দাবি করেছেন প্রিগোশিন।

ভরোনেজ অঞ্চলের গভর্নর অনুরোধ করেছেন সাধারণ মানুষদের মহাসড়ক এড়িয়ে চলার। কারণ সে পথে রাশিয়ার মিলিটারি কনভয় আসছে। টেলিগ্রামে তিনি লিখেছেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে এবং জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য পরিকল্পনা নেয়া আছে।

সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত এক ভিডিওতে দেখা যায় ওয়াগনার যোদ্ধারা মিলিটারি কনভয় সারি নিয়ে রোস্তভের রাস্তায় আছে।

এদিকে অনলাইনে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে যেটাতে দেখা যাচ্ছে যে রোস্তভ-অন-ডনে অবস্থিত রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের মিলিটারি হেডকোয়ার্টার্সে ঢুকছেন প্রিগোশিন।

ভিডিওতে প্রিগোশিন বলছেন তার সৈন্যরা শহর ঘেরাও করে নেবে এবং মস্কোর দিকে যাত্রা শুরু করবে যদি প্রতিরক্ষা প্রধান সের্গেই শুইগু এবং ভ্যালেরি গেরাসিমভ তার সাথে দেখা না করেন।

বিবিসির পক্ষে ভিডিওটির সত্যতা যাচাই সম্ভব হয়নি ও আমরা এটি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করছি এবং বিস্তারিত পাওয়া মাত্র আপনাদের সামনে হাজির করবো।

ইউক্রেনে রাশিয়ার সেনাবাহিনীর পাশাপাশি যুদ্ধে লিপ্ত ভাড়াটে ওয়াগনার গ্রুপ। এর নেতা ৬২ বছর বয়সী ইয়েভগেনি প্রিগোশিন বিভিন্ন সময় যুদ্ধের কৌশল নিয়ে রাশিয়ার সেনাবাহিনীর নেতৃত্বের সমালোচনা করে আসছেন।

শুক্রবার তিনি তার দলের সৈন্যদের উপর এক মারাত্মক মিসাইল হামলার অভিযোগ করেন রাশিয়ার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। মি. প্রিগোশিন এই অভিযোগের পক্ষে কোন প্রমাণ দেখাননি, তবে যারা এই হামলা করেছে তাদের শাস্তি দেয়ার শপথ নেন তিনি।

তবে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এই মিসাইল হামলার কথা অস্বীকার করে এবং প্রিগোশিনকে সবরকম ‘অবৈধ কার্যক্রম’ বন্ধের আহবান জানায়।

তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের অভিযোগ এনেছে ক্রেমলিন। তবে কোন সামরিক অভ্যুত্থানের কথা অস্বীকার করেছেন ওয়াগনার দলনেতা।

মি. প্রিগোশিন বলছেন রাশিয়ার সেনাবাহিনীর ভেতর যে ‘শয়তান’ আছে তাদের থামাতে হবে এবং তিনি ‘ন্যায় বিচারের জন্য লড়াই’-এর ঘোষণা দিয়েছেন।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কাছের লোক হিসেবে খ্যাত প্রিগোশিন বলেছেন যারাই তার বাহিনীর সামনে দাঁড়াবে তাদেরই ধ্বংস করে দেয়া হবে। যারা আমার সৈন্যদের এবং হাজার হাজার রাশিয়ান সৈন্যদের (যারা ইউক্রেনে যুদ্ধে লিপ্ত) হত্যা করেছে, তারা সাজা পাবে, সামাজিক মাধ্যম টেলিগ্রামে এক অডিও পোস্টে একথা বলেন তিনি।

একইসাথে রাশিয়ার জনগণকেও তার সাথে থাকার আহবান জানান।

ইউক্রেনের সীমান্তবর্তী শহরগুলোতে অধিবাসীদের ঘরের ভেতর শান্ত থাকার আহবান জানিয়েছে স্থানীয় গভর্ণর।

এমফোর হাইওয়ে লিপেতস্ক ও ভরোনেঝ অঞ্চলের সীমান্তে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন লিপেতস্কের গভর্ণর। এমফোর মস্কোর সাথে রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের সংযোগ ঘটায় এবং একই সাথে রোস্তভ অঞ্চল ও এর প্রধান শহর রোস্তফ-অন-ডনেও যাবার রাস্তা এটি।

মস্কোর মেয়র জানিয়েছেন রাজধানীতে সন্ত্রাস-দমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে নিরাপত্তা নিশ্চিতে।

পুরো রাশিয়াতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে, ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে এবং মস্কোর রাস্তায় সামরিক ট্রাকের দেখা মিলছে।

ক্রেমলিনের মুখপাত্র তাস নিউজ এজেন্সিকে জানিয়েছে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে টিভিতে ভাষণ দেবেন প্রেসিডেন্ট পুতিন।

যুক্তরাষ্ট্রের থিঙ্কট্যাঙ্ক দ্য ইন্সটিটিউট অফ ওয়্যার (আইএসডব্লিউ) বিশ্বাস করে ইয়েভগিনি প্রিগোঝিন ক্রেমলিনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটা জোরপূর্বক পরিবর্তন আনতে চান। তবে ক্রেমলিন এর বিপক্ষে অবস্থান নেয়ায় তার জন্য ‘সাফল্য পাওয়া কঠিন’ হবে।

তবে রোস্তভ-অন-ডন দখলের চেষ্টা যুদ্ধে মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। কারণ রোস্তভ হল রাশিয়ার সাউদার্ন মিলিটারি ডিস্ট্রিক্ট কমান্ড, যা যুদ্ধে বড় অবদান রাখছে।

এখানকার সেনাবাহিনী ‘এই মূহুর্তে ইউক্রেন যে পাল্টা আক্রমণ করছে সেটা প্রতিহত করতে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে লড়াই করছে এবং একই সাথে পুরো ইউক্রেনে রাশিয়ার যৌথ বাহিনীর কমান্ড সেন্টার এখানে’।

এই লড়াইটাকে বিশ্লেষকরা দেখছেন রাশিয়ার ক্ষমতার শীর্ষে থাকা দুজনের লড়াই হিসেবে।

একদিকে ডাকসাইটে ওয়াগনার গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা, অন্যদিকে রাশিয়ার অন্যতম প্রভাবশালী মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, যারা দুজনই প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত।

ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যখন থেকে ভাড়াটে বাহিনী ওয়াগনার যুক্ত হয়েছে তখন থেকেই রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সের্গেই শোইগুর সঙ্গে প্রিগোঝিনের একটা বিরোধ দেখা গেছে।

যার শুরুটা হয় বাখমুটের যুদ্ধ থেকে। রাশিয়ার সেনাবাহিনী যখন সুবিধা করে উঠতে পারছিল না তখন ওয়াগনার গ্রুপ ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ ডনবাস অঞ্চলের এই শহর দখল করে। এসময় প্রিগোঝিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে যথেষ্ট অস্ত্র সরবরাহ না করার অভিযোগ করেন।

গত মে মাসে এক ভিডিও বার্তায় তিনি তার সৈন্যদের মৃতদেহের মাঝে দাঁড়িয়ে সের্গেই শোইগু ও চিফ অফ জেনারেল স্টাফ ভ্যালেরি গেরাসিমভের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন।

শুক্রবার প্রিগোঝিন দাবি করেন ইউক্রেনে যুদ্ধটা করাই হচ্ছে যাতে শোইগু মার্শাল হতে পারেন।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে সামাজিক মাধ্যমে প্রিগোঝিন যেসব ছড়াচ্ছেন ওয়াগনার গ্রুপের উপর রাশিয়ান বাহিনীর হামলা নিয়ে এগুলো সত্যি নয় এবং উত্তেজনা ছড়াচ্ছে।

রাশিয়ান সেনাবাহিনীর ডেপুটি প্রধান জেনারেল সের্গেই সুরুভিকিন প্রিগোঝিনের প্রতি আহবান জানিয়েছেন ‘কনভয় থামিয়ে নিজেদের ঘাঁটিতে ফেরত যাবার’।

বিবিসির এক অনুসন্ধানে বলা হয়, চেচনিয়ায় যুদ্ধ করা একজন রুশ সেনা কর্মকর্তা দিমিত্রি উটকিন সম্ভবত এই বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তবে বর্তমানে এর প্রধান হচ্ছে ধনী ব্যবসায়ী ইয়েভগেনি প্রিগোশিন - যাকে পুতিনের রাঁধুনী বলা হয় কারণ একসময় তিনি ক্রেমলিনের জন্য খাবার সরবরাহ করতেন।

ক্রাইমিয়া দখলের জন্য রাশিয়ার ২০১৪ সালের যুদ্ধে ওয়াগনার গ্রুপের যোদ্ধারা প্রথম ভুমিকা পালন করে। এর পর ২০১৫ সালে সিরিয়াতে সরকারসমর্থক বাহিনীর পাশাপাশি থেকে যুদ্ধ করে ওয়াগনার বাহিনী, এবং সেসময় তারা তেলের খনিগুলোও পাহারা দিত।

তা ছাড়া ওয়াগনার বাহিনী ভাড়াটি সৈন্যরা লিবিয়ায় জেনারেল খলিফা হাফতারের সহযোগী হিসেবে, এবং মধ্যআফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে হীরার খনি পাহারা দিতে কাজ করে।

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির সরকার ইসলামি জঙ্গী গ্রুপগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ওয়াগনার বাহিনীকে কাজে লাগাচ্ছে।

ধারণা করা হয়, সুদানে সোনার খনি পাহারা দেবার কাজ করছে ওয়াগনার বাহিনীর যোদ্ধারা।

মার্কিন সরকারি কর্মকর্তারা বলছেন, ইউক্রেনে যুদ্ধরত রুশ বাহিনীর প্রায় ১০ শতাংশ হচ্ছে ওয়াগনার গ্রুপের যোদ্ধা।

এর মধ্যে হাজার হাজার যোদ্ধা এসেছে রাশিয়ার কারাগারগুলোতে থাকা বন্দীদের মধ্যে থেকে।

প্রথমদিকে তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৫,০০০ - যাদের অধিকাংশই ছিল বিভিন্ন রেজিমেন্টের সাবেক সৈন্য।

তবে যুক্তরাজ্যের কর্মকর্তারা বলেন, ক্রেমলিন নিয়মিত বাহিনীর জন্য লোক পেতে সমস্যায় পড়ার পর এই ওয়াগনার বাহিনী বড় সংখ্যায় সেনা নিয়োগ শুরু করে।

রাশিয়ার পিঠে ছুরি চালানো হয়েছে ঃ পুতিন

মস্কো (এজেন্সী) ঃ মস্কো শহরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। রাস্তায় সামরিক যান দেখা যাচ্ছে। রাশিয়ার ভাড়াটে আধাসামরিক বাহিনী ওয়াগনার গ্রুপের নেতা ইয়েভগেনি প্রিগোশিন বিদ্রোহ করার পরে প্রথমবারের মতো ভাষণ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

জাতির উদ্দেশে সংক্ষেপে এক টেলিভিশন ভাষণে মি. পুতিন বলেন, ওয়াগনার গ্রুপ যা করেছে সেটি ‘বেইমানি’ এবং ‘রাশিয়ার পিঠে ছুরি চালানোর’ মতো। রাশিয়ার সব বাহিনীকে সংহত থাকার আহবান জানান মি. পুতিন।

তিনি বলেন, পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় সব নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাশিয়াকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট সতর্ক করে দিয়ে বলেন, রাশিয়ার সমাজকে যারা বিভক্ত করছে তারা কোনভাবেই শাস্তি এড়াতে পারবে না।

ভাষণে মি. পুতিন ইভেয়গেনি প্রিগোশিনের নাম উল্লেখ করেননি। তবে তিনি ওয়াগনারের ভাড়াটে সৈন্যদের কথা উল্লেখ করে রাশিয়ার পক্ষে লড়াই করার জন্য তাদের প্রশংসা করেন।

ভাষণে ভ্লাদিমির পুতিন ১৯১৭ সালের রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের উদাহরণও টেনেছেন, যখন রাশিয়ানদের হাতে রাশিয়ানরা নিহত হয়েছিল।

এদিকে ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় বলছে, ওয়াগনার গ্রুপ এখন মস্কোর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এরই মধ্যে ওয়াগনার গ্রুপ রাশিয়ার আরেকটি শহর দখল করে নেবার খবর পেয়েছে বিবিসি রাশিয়ান সার্ভিস।

রোস্তভ শহরের পর ভরোনেজ শহরের সব সামরিক স্থাপনা দখল করে নিয়েছে ওয়াগনারের সৈন্যরা। ভরোনেজ শহরটি রোস্তভ ও মস্কোর মাঝামাঝি অবস্থিত।

ভরোনেজ অঞ্চলের গভর্নর আলেকজান্ডার গুসেভ সতর্ক করে বলেছেন যে সৈন্যদের গতিবিধি নিয়ে অনেক ভুয়া খবর ছড়াচ্ছে।

তিনি বলেন, সন্ত্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে রাশিয়ার সামরিক বাহিনী ভরোনেজ অঞ্চলে সামরিক পদক্ষেপ নিচ্ছে।

মস্কোর চারদিকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেক জোরদার করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

টেলিগ্রামে পোস্ট করা এক বার্তায় ওয়াগনার গ্রুপের প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোশিন বলেন, তাদের ২৫ হাজার সৈন্য রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

মস্কো থেকে বিবিসির সংবাদদাতা স্টিভ রোসেনবার্গ বলছেন, পুরো ঘটনাটি ভ্লাদিমির পুতিনের জন্য খুবই বিব্রতকর হয়ে পড়েছে।

অস্ত্রধারী ব্যক্তিরা সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে রাশিয়ার দক্ষিনাঞ্চলের সামরিক সদরদপ্তর ঘিরে রেখেছে। এর অসংখ্য ভিডিও এখন অনলাইনে দেখা যাচ্ছে। দক্ষিনাঞ্চলের সামরিক সদরদপ্তর রাশিয়া জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এখান থেকে ইউক্রেন যুদ্ধ পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সদর দপ্তরটি দক্ষিনাঞ্চলের রোস্তভ অন-ডন শহরে অবস্থিত।

তবে এটি পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে না যে অস্ত্রধারী ব্যক্তিরা রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর সদস্য নাকি ওয়াগনারের সদস্য।

‘প্রতিকার পায় না ভুক্তভোগী, তার আগেই টেবিলের নিচে সমঝোতা হয়ে যায়’

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ আড়াই বছর আগে সিজারিয়ান অপারেশন করাতে গিয়ে স্ত্রী’র মৃত্যু হয় আলী হোসেনের। এটি তার ছদ্ম নাম। আলী হোসেন বলছেন, অপারেশনের আগে এনেসথেশিয়া ইঞ্জেনকশন দেয়ার পর পরই মারা যান তার স্ত্রী। কিন্তু সেটি তাকে না জানিয়ে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যান সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক এবং নার্স। আলী হোসেন বলছিলেন, আমাকে বললো যে, রোগীকে বাইরে নিতে হবে। অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আসেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আসি। কিন্তু স্ত্রীকে যখন বের আনে ততক্ষণে সে মারা গেছে। মানে কাঁটা-ছেড়া করার আগেই মারা গেছে। পেটে বাচ্চা আছে। কিন্তু রোগী ফেলে রেখে ডাক্তার, নার্স চলে গেছে। সেই ঘটনার প্রতিকার পেতে আলী হোসেন থানায় একটি মামলা করেছিলেন। কিন্তু এরপরই শুরু হয় মামলা প্রত্যাহারের জন্য এবং সমঝোতায় আসার চাপ। তার দাবি একবছরের মধ্যেই প্রভাবশালীদের চাপে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আপোষে রাজি হন তিনি। তাকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় সাড়ে তিন লাখ টাকা। বিনিময়ে সরে যান মামলার কার্যক্রম থেকে। আমার পাশে কেউ ছিলো না। এলাকার মাতবর, হাসপাতাল-ডাক্তারের লোক সবাই চাপ দিচ্ছিলো। আমার মতো গরীব, অশিক্ষিত মানুষের পক্ষে মামলা চালানোও সম্ভব ছিলো না। তাই আমি শেষ পর্যন্ত আপোষ করে ফেলি। আলী হোসেনের এই ঘটনা বিচ্ছিন্ন কোন উদাহারণ নয়। বাংলাদেশে ভুক্তভোগীদের তরফ থেকে এমন অভিযোগ প্রায়ই পাওয়া যায়। কোন কোন হাসপাতালের বিরুদ্ধে ভুল চিকিৎসা কিংবা সেবার নামে প্রতারণার অভিযোগ কখনো কখনো বেশ আলোড়নও তোলে। ডাক্তাররাও অনেক সময়ে রোগীর স্বজনদের বিরুদ্ধে মারমুখি আচরণের অভিযোগ তোলেন। সিলেটে ওসমানী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ইন্টার্ন চিকিৎসকদের প্রতিবাদ ২০২২ সালে। আলী হোসেনের মতো এরকম অনেক ঘটনা আছে বাংলাদেশে। প্রায় সময় হাসপাতালে রোগী মৃত্যুর ঘটনায় ভুল চিকিৎসার অভিযোগ ওঠে। সম্প্রতি বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচনায় এসেছে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে রোগী মৃত্যুর পর। অভিযোগ আছে, হাসপাতালে অবহেলাজনিত মৃত্যু কিংবা অনিয়মের ঘটনায় আইনের ফাঁক-ফোকর গলে কিংবা প্রভাব খাটিয়ে সহজেই পার পেয়ে যায় অভিযুক্তরা। কিন্তু একটি হাসপাতাল যথাযথভাবে রোগীর চিকিৎসা দেয়ার উপযোগী কিনা, সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগ কেন সেটা নজরদারি করে নিশ্চিত করতে পারে না? এবং সেখানে ভুক্তভোগীরা কতটা প্রতিকার পেয়ে থাকেন? ঢাকার সেন্ট্রাল হাসপাতালে রোগী মৃত্যুর ঘটনা পর হাসপাতালটি পরিদর্শন করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। পরিদর্শনে আইসিইউ’র মান সন্তোষজনক নয় বলে মত দেয় সংস্থাটি। বন্ধ করে দেয়া হয় অপারেশন থিয়েটারের সকল কার্যক্রম। এমনকি ঐ হাসপাতালে সংশ্লিষ্ট একজন চিকিৎসকের চিকিৎসা কার্যক্রমও স্থগিত করে অধিদপ্তর। কিন্তু হাসপাতালগুলোর কার্যক্রম বা মান ঠিক আছে কিনা, সে বিষয়ে সংস্থাটি কেন আগে থেকে ব্যবস্থা নিতে পারে না? স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উপপরিচালক (হাসপাতাল) শেখ দাউদ আদনান অবশ্য বলছেন, প্রতিনিয়ত হাসপাতালগুলো পরিদর্শন করে তদারকি করা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষে সম্ভব নয়।